রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–
এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২৪ মাঘ – ১ ফাল্গুন, ১৪২৬ ঃ ৮ ফেব্রুয়ারি – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 17, 8 February - 14 February, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: ফের পিছল নির্ভয়া কাণ্ডের ৪ ধর্ষকের ফাঁসির দণ্ডাদেশ।

কথা ছিল ১ ফেব্রুয়ারি ফাঁসি কার্যকর হবে। কিন্তু আইনি জটিলতার ফাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য পিছিয়ে গেল সেই দিন। এখনও পর্যন্ত নতুন আদেশ না আসা পর্যন্ত ফাঁসির দিন ধার্য করা যাবে না।

রবিবার: দ্বিতীয়বারের জন্য সাধারণ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী

নির্মলা সিতারামন। এই বাজেটে কর সরলীকলণের পাশাপাশি এলআইসির একটি অংশের শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব রয়েছে। বিরোধীরা এই বাজেটকে জনবিরোধী বলে ইতিমধ্যেই সমালোচনা শুরু করেছেন।

সোমবার: নিউজিল্যান্ডের মাটি

থেকে ৫–০ টি–২০ সিরিজ জিতে অভিনব রেকর্ড গড়ল টিম ইন্ডিয়া। ৪–০ এগিয়ে থাকার ফলে শেষ ম্যাচে অধিনায়ক বিরাট বিশ্রাম নেওয়ায় এবং ধাওয়ান ও রোহিত শর্মা চোট পাওয়া সত্ত্বেও ভারতের এই জয় রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ।

মঙ্গলবার: হিন্দু হস্টেলে ফের উত্তেজনা। উপাচার্যের ঘরের সামনে

সারাদিন ধরে বিক্ষোভ চলল পড়ুয়াদের। পরদিন টানা ঘেরাওয়ের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনুরাধা দেবী। হাসপাতালে ভরতি করতে হয় তাঁকে।

বুধবার: সামনে দিল্লি বিধানসভার ভোট। তার আগে দেশের বিভিন্ন মিডিয়ায় উঠে আসা সমীক্ষায় জানিয়ে দিল আরও একবারের জন্য অরবিন্দ

কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম–আদমি পার্টির প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত সেখানে। যদিও মিডিয়ার এই সমীক্ষাকে পাত্তা দিচ্ছে না বিজেপি নেতৃত্ব।

বৃহস্পতিবার: একের পর রাজ্যে যে কেন্দ্র বিরোধী জিগির চলছে তাতে আরও সলতে পাকিয়ে এবার

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় পাশ হল সিএএ বা নাগরিক পঞ্জিকরণ বিরোধী প্রস্তাব। উল্লেখ্য, কমলনাথের নেতৃত্বাধীন মধ্যপ্রদেশ এখন কংগ্রেস সরকার দ্বারা পরিচালিত।

শুক্রবার: চিন থেকে প্রায় ৬৫০ ভারতীয় পড়ুয়াকে দেশে ফেরানোর

উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। একই সঙ্গে মোদী সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে পাকিস্তানের পড়ুয়াদের ফেরাতেও ভারত সাহায্য করবে প্রতিবেশী দেশকে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

শেষ হল উৎকণ্ঠার বাজেট বক্তৃতার ম্যাচ

সৌজন্যের নতুন গুগলি রাজ্যপালের

প্রবীর চক্রবর্তী : পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল রাজভবনে প্রবেশ করার পর বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনটি নিয়ে চরম কৌতুহল ছিল রাজ্যবাসীর। প্রায় প্রথম দিন থেকেই অপ্রিয় ভাষণে নজর কেড়েছেন জগদীপ ধনখড়। রাজভবন–সচিবালয় সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। রাজ্যসরকারের নানা ভুলত্রুটি সরাসরি সমালোচনা করতে ছাড়েননি রাজ্যের অভিভাবক বলে নিয়োজিত রাজ্যপাল। অসন্তুষ্ট শাসকদল পাল্টা প্রতিঘাত হেনেছে চরম অসৌজন্যতায়। যা রাজনৈতিক গন্ডি ছাড়িয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে গত শুক্রবার দিনটি বিধানসভার ইতিহাসে ঠিক কি বার্তা বয়ে আনবে তা নিয়ে চর্চার অভাব ছিল না। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনটা নির্বিঘ্নে কাটল। রাজ্যপালের

সাংবিধানিক দায়িত্বের কাছে মাথা নোয়ালেন রাজ্যপাল।

এক ঘন্টার বাজেট বক্তৃতা নিয়ে উদ্বেগে ছিল শাসক দল। তবে সেই উদ্বেগের অবসান ঘটল এদিন। কোন সংঘাতে না গিয়ে রাজ্যের লিখে দেওয়া ভাষণই পুরোপুরি পাঠ করলেন রাজ্যপাল জাগদীপ ধনখড়। না কোথাও কোন শব্দ বাদ দিয়েছেন না কোথাও নিজের কোন কথা বলতে চেয়েছেন। দেননি কোন পরামর্শ। এদিন দুপুর ১ টা ৪৫–এ বিধানসভায় প্রবেশ করেন রাজ্যপাল। সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানান স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা চত্বরে বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিয়ে বিধানসভার মূল ফটকে পৌঁছান রাজ্যপাল। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে সৌজন্যের প্রথম পাঠ রচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা অভ্যর্থনা জানান রাজ্যপাল। ঠিক দুপুর দুটো থেকে রাজ্যপাল রাজ্যের লিখে দেওয়া বক্তৃতা পড়তে শুরু করেন। তখন প্রায় উকন্ঠায় পুরো বিধানসভা। কারণ, রাজ্যপাল এই বক্তৃতার মাঝে কখন যে সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলে দেবেন সেই চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছিল শাসক দলের সদস্যদের। রাজ্যপাল বক্তৃতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় শাসক দল সহ বিরোধী সমস্ত বিধায়ক চোখ রেখেছেন বাজেট বক্তৃতার বইয়ের দিকে। লক্ষ করা যায় প্রতিটি শব্দই মিলিয়ে নিচ্ছেন সমস্ত বিধায়ক, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীও। স্পিকারও লক্ষ্য রাখছেন রাজ্যপালের বক্তৃতার উপর। প্রায় এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটে ২৫ পাতার বাজেট বক্তৃতা শেষ করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। রাজ্যের লিখে দেওয়া প্রতিটি শব্দ অক্ষরে অক্ষরে পড়ে যান তিনি। সেখানে যেমন সিএএ আন্দোলনের সময় যারা নিহত হয়েছেন সেই ঘটনার নিন্দা করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার এনআরসি এনপিয়ার করবে না বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারও প্রশংসা করা হয়েছে। খানিকটা গলার স্বর খাদে নামিয়ে এই লাইনগুলো পড়ে গেছেন তিনি। উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের। কোথাও এক মুহূর্ত না থেমে বক্তৃতা শেষ করেন তিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শাসক দল। সঙ্গে সঙ্গেই বেজে ওঠে জাতীয় সংগীত। জাতীয় সংগীতের পর স্বাভাবিকভাবেই আর কোনো বক্তব্য রাখার অবকাশ থাকে না কারোরই। ফলে কোন সমালোচনা ছাড়াই রাজ্যপাল বিধানসভা কক্ষ ত্যাগ করেন। এরপরেই দেখা যায় সৌজন্যের অনন্য নজির এর ছবিটি।

এরপর পাঁচের পাতায়

নকল পানীয়র রমরমা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : নকল পানীয় সহ এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন বাজার এলাকায় বেশ কিছু পেপসি, সেভেন আপ, মিরিন্ডা ব্র্যান্ডের বোতল সহ খোকন বসু নামে একজন কে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। খোকনের বাড়ি স্থানীয় দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে খবর আসছিল নকল পেপসি তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। খবর ছিল খোদ পেপসি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের কাছেও। নকল পানীয় জল কারবারীদের ধরতে তাই ক্যানিং থানার পুলিশ ও পেপসি কোম্পানির লোকজন আচমকা অভিযান চালায় গত বুধবার। হাতেনাতে ধরাও পড়ে নকল পানীয়ের কারবারীরা। জয়নগরের মোয়া বিক্রির দোকানের পিছনে এই নকল পানীয় তৈরি করে বিক্রি হত।

এরপর বৃহস্পতিবার আবার অভিযান চালায় জীবনতলা থানার পুলিশ। এদিন বিকালে জীবনতলা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে নকল পানীয় তৈরির প্রচুর কাঁচামাল সহ সেখ সাবির নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ১১০৪ টি পেপসি, মিরিন্ডা, সেভেন আপ, ডিউ পানীয় জলের খালি বোতল, ১৬৮ টি নকল পানীয় ভরা বোতল, নকল পানীয় জলের বোতলের ৯০ কেজি ছিপি সহ পানীয় তৈরির রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে।

নকল পানীয়র বিরুদ্ধে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশের ধারাবাহিক অভিযান এবং সাফল্য কে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষজন।

নমুনা না মিললেও সতর্ক স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিন দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারতের কেরালা রাজ্যে একজনের রক্তে করোনা ভাইরাসের নমুনা মিলেছে। ওই ছাত্রী চিনের ইউহান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়ছিলেন। সদ্য কেরালায় ফিরেছেন। গলায় সংক্রমণ ছিল তার, করোনা ভাইরাসের নানা উপসর্গ দেখে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এবং রক্তে করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয়। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে এবং অবস্থা স্থিতিশীল। ভারতের বিভিন্ন বিমান বন্দর ও পোর্ট এলাকায় নজরদারি শুরু হয়েছে। মূলত চিন দেশেই এই প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের উপদ্রব হওয়ায়, চিন থেকে আগত মানুষদের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। এখানে চিনে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

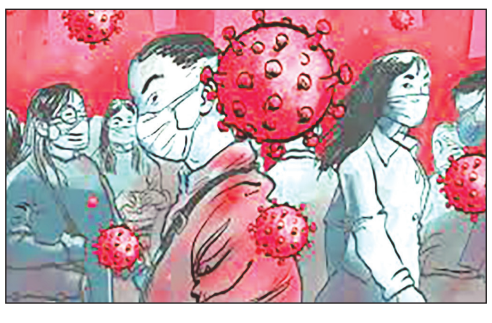

১ জানুয়ারির পর চিন থেকে ফিরেছেন, তাদের জ্বর–সর্দি হলেই সরকারি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে বলছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কিভাবে করবেন? প্রথমত অপরিষ্কার হাত যেন মুখ নাক স্পর্শ না করে। সংক্রমিত প্রাণী থেকে দূরে থাকুন। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলে কী হয়? ভাইরাসটি শরীরে ঢোকার পর সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিতে ৫ দিন লাগে। প্রথম লক্ষণ হচ্ছে জ্বর, তারপর দেখা দেয় শুকনো কাশি, এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট। এর চিকিৎসা কী? ভাইরাসটি নতুন হওয়াতে এখনই এর কোনও টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চিনের ইউহানের আক্রান্ত রোগীরা বাজারের দোকানদার অথবা ক্রেতা ছিলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

শেষ হয় না নিত্য ‘পেইন’ ‘গেইন’ চলে যায় অন্য পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি : খাতায় কলমে লেখা থাকলেও বাস্তবে সরকারি প্রকল্প রূপায়ণের কোনও সময়সীমা থাকে না। আনলিমিটেড ওয়ার্কটাইম। অথচ কাজের সময় সৌজন্যের অভাব নেই। দীর্ঘদিন ধরে চলা ঘ্যানঘ্যানে বিরক্তিকর কাজের সামনে বড় বড় সরকারি বোর্ডে লেখা থাকে– ‘টুডে’স পেইন, টুমরো’স গেইন’। অবশেষে ‘গেইন’ যখন আসে তখন আর এক ‘পেইন’ এসে উপস্থিত হয়। ফলে ‘পেইন’–এর এই ‘চেইন’ থেকে কিছুতেই মুক্তি মেলে না পুরবাসীর। খোদ কলকাতার বুকে বেহালায় চলা কেইআইপির কাজ বা জোকা–বিবাদি বাগ মেট্রো প্রকল্পের শম্বুক গতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে কলকাতার ভগ্ন তালিকায় ঝড় তোলা নতুন সদস্য মাঝের হাট ব্রিজ। রাজ্য বলে মেট্রোর দোষ, মেট্রো বলে রাজ্যের। ফলে ‘পেইন’ কমে না অবরুদ্ধ দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে।

শুধু কলকাতা মহানগর নয়, রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় একই ছবি। কোথাও চলছে ড্রেনের কাজ, কোথাও পরিষ্কার হচ্ছে খাল, সারাই হচ্ছে রাস্তা। সামনে লাগানো সময়সীমার বোর্ডে জঙ ধরে ঝরে পড়লেও কাজ কিন্তু চলছে। আপনার–আমার মতো প্রত্যেকটি বাসিন্দার দায়িত্ব সব অসুবিধা উপেক্ষা করে হাসিমুখে ‘পেইন’কে গ্রহণ করা। উদ্দেশ্য একটাই, আগামীকালের ‘গেইন’। নির্বাচনের আগে পুরসভা পরিক্রমায় বেরিয়ে পুরবাসীর যত অভিযোগ জমা হয়েছে তা ছাপলে আর অন্য সংবাদ ছাপতে হবে না।

এতো অভিযোগ সত্ত্বেও পুরসভার অন্দরে ঠিকাদারদের এত ভিড় কেন? কেনই বা জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য দলীয় দফতরে আনাগোনা? তবে কি মানুষের ‘পেইন’–এর পাশাপাশি এখানে ‘গেইন’–এর গন্ধ পাওয়া যায়? প্রকল্প রূপায়ণের খোঁজখবর খতিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না কিভাবে মানুষের পেইন এখানে বদলে যায় ‘গেইন’–এ। এই দেওয়া–নেওয়ার মধুতেই বুঁদ হয়ে থাকে পুরসভার মৌচাক।

এখন খতিয়ে দেখা যাক এই ‘পেইন’ আর ‘গেইন’–এর চেইন–এ কারা যুক্ত। প্রকল্প রচনা– নির্মানকারি সংস্থা নির্বাচন থেকে শুরু করে কাজের সার্টিফিকেট প্রদান ও বিল পেমেন্টের সঙ্গে জড়িত ইঞ্জিনিয়ার–কন্ট্রাকটর–ইনসপেকটর–বাবুদের আমরা চিনলেও ‘পেইন’–এর সুরাহা ঠিক কার কাছে মিলবে তা আমাদের অজানা। তাই অসহায় পুরবাসীর কপালে ‘পেইন’ ছাড়া ‘গেইন’ জোটে না। উত্তর দেওয়ার জন্য যারা দায়বদ্ধ সেই কাউন্সিলার, মেয়র পারিষদ, মেয়র আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দেখা করতে বা অভিযোগ জানাতে গেলে আপনার তালেবর জনপ্রতিনিধিকে ঘিরে থাকে পিএ, সিএ, সিকিউরিটির দল। তাদের টপকানো অত সোজা নয়। তার জন্য দম লাগে, ‘সোর্স’ থাকতে হয়। এবার সেই জনপ্রতিনিধিরা আপনার আমার দরজায় আসার অপেক্ষায়। হাত জোড় করে ভোট চাইবেন হাসিমুখে। আমরা কি হিসাব নিতে তৈরি?

পুরসভা পরিক্রমা

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আতঙ্ক সরানোই শাসক দলের চ্যালেঞ্জ

বজবজ

কুনাল মালিক : আগামী এপ্রিল–মে মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–মহেশতলা ও ডায়মন্ড হারবার পুরসভার নির্বাচন আসন্ন। ইতিমধ্যেই তিনটি পুর এলাকার ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। প্রসঙ্গত তিনটি পুরবোর্ডই এখন শাসক তৃণমূলের দখলে। তবে গত লোকসভা নির্বাচনে তিনটি পুর এলাকাই প্রধান বিরোধী হিসাবে বিজেপি দলের উত্থান হয়েছে। বজবজ পুর এলাকার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে প্রায় ১০টি ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়ে ছিল। ডায়মন্ড হারবারে ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২টি ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল। মহেশতলা বিধানসভার উপনির্বাচনে ২৮৪টি বুথের মধ্যে ১৫৩টি বুথে বিজেপি এগিয়েছিল। তাই এবারের নির্বাচনে মূল লড়াই হবে শাসক তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির একথা বলাই যায়। ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার জেলা বিজেপির সভাপতি পরিবর্তন হয়েছে। এখন সভাপতি উমেশ দাস। আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, এবার লড়াই হবে সমানে–সমানে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবং লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের সন্ত্রাস দেখেছে মানুষ। যেখানেই মানুষ ভোট দিতে পেরেছে, সেখানে বিজেপি জিতেছে। উমেশবাবু বলেন, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ড হারবারে অভিনন্দন যাত্রা র‍্যালির মাধ্যমে প্রচার শুরু হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

উন্নয়ন নিয়ে দ্বিধা নেই তবে ব্যাপক রিগিংয়ের আশঙ্কা

বনগাঁ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সীমান্তবর্তী ও অন্যতম বিত্তশালী পুরসভা হল বনগাঁ পুরসভা। মোট ২২টি ওয়ার্ড এবং প্রায় দেড়লক্ষ জনসংখ্যার এই পুরসভায় পর পর দুটি টার্মই তৃণমূল দখল করে। চলতি পর্বে এই পুরসভার একটি বামফ্রন্ট ও একটি কংগ্রেস বাদ দিয়ে ২০ টি ওয়ার্ডই পায় তৃণমূল। কিন্তু ২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ লোকসভায় বিজেপির শান্তনু ঠাকুর জয়ী হয়। এই লোকসভা ভোটের নিরিখে দেখা যায় বনগাঁ পুরসভার প্রায় সব কটি ওয়ার্ডেই বিজেপি লিড দেয়। ফলে লোকসভা ভোটের পর বনগাঁ পুরসভায় অনাস্থা এনে তৃণমূলের ১২ জন কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগদান করেন। যার ফলে পুর বোর্ড দখল করে বিজেপি। পরে এই ১২ জনের মধ্যে দু’জনকে তৃণমূল দলে ফিরিয়ে নেয় এবং আর দুজনের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়েরের ভয় দেখানোয় তারা দলে ফিরে আসেন এমনটাই অভিমত স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের। তবে এই পুর এলাকার অধিকাংশই মতুয়া অধ্যুষিত হওয়ার কারণে কাউন্সিলরদের অধিকাংশ এখনও মনে প্রাণে বিজেপিকে সমর্থন করেন বলেই মনে করেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল। এই পুরসভার অন্তর্গত যে বিধানসভা সেটি বনগাঁ উত্তর। এই কেন্দ্রের বিধায়ক বিজেপিতে যোগদান করেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

কালো হীরের কালাধান্ধায় মৃত্যু মিছিল

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, আসানসোল

প্রথম পর্ব

পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল রানিগঞ্জ খনি এলাকা। একদিকে যেমন রয়েছে শিল্পাঞ্চল। অন্যদিকে, তেমন রয়েছে খনি অঞ্চল বলে পরিচিত কোল ইন্ডিয়ার সাবসিডেয়ারি সংস্থা ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড বা ইসিএল।

ইসিএলের প্রায় একশোর কাছাকাছি কয়লা খনি রয়েছে এই এলাকায়। এখানেই এদেশের প্রথম সংঘটিত কয়লা শিল্প গড়ে উঠেছিলো। সেই সবকিছু এখন অতীত দিনের পুরনো ইতিহাস। মাটির নিচের এই কয়লাকে অনেকেই বলে থাকেন কালো হীরে। তা নিয়ে মাটির উপরে আইনি ও বেআইনি নানা ধরনের কারবার বহুদিন ধরেই চলছে। এই বিরাট এলাকাজুড়ে বহু মানুষ আজ চরম বিপন্ন। আক্ষরিক অর্থেই তারা প্রাণ হাতে করে বসবাস করছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, এই এলাকার বিপন্ন মানুষজনের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবে কার্যকর করতে হবে। খাতায় কলমে

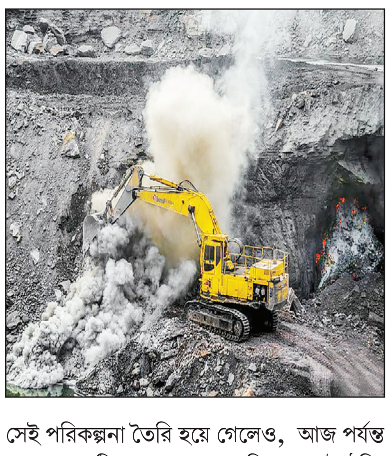

সেই পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেলেও, আজ পর্যন্ত বাস্তবের মাটিতে তার রূপায়ণ কিন্তু হয়ে উঠেনি। যদিও সরকারের রীতি প্রথা মেনে টাকা মঞ্জুর হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার পাশাপাশি এই এলাকার গা ঘেঁষে থাকা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার বেশ কিছু এলাকা রয়েছে। এই কোলবেল্টের মধ্যেই রয়েছে প্রতিবেশী দুই রাজ্য ঝাড়খন্ড ও বিহারেরও কয়লা সমৃদ্ধ এলাকা। দেশের যেসব রাজ্যে মাটির নিচে কয়লা পাওয়া যায়। তার মধ্যে এই সব এলাকা ছাড়াও রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড় আর মহারাষ্ট্রের কিছু এলাকা। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমবঙ্গেই খুঁজে পাওয়া যাবে এই দেশের কয়লা শিল্প গড়ে উঠার সবচেয়ে পুরনো শেকড় ও ঐতিহ্য। সেহেতু এখানে কালো হীরের কালো কারবার প্রথম সংঘটিত চেহারা নেয়। সেসব কথায় আমরা আসবো পরে। আপাতত দেখা যাক এই এলাকায় বর্তমানে কয়লাকে ঘিরে যে কালো কারবার চলছে তার চেহারাটা।

আসানসোল ও রানিগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলে সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন নিয়মিত ধস নামার ঘটনা। যখন তখন যেখানে সেখানে নামে এই ধস। বর্ষাকালে এই ধস নামার ঘটনা বেড়ে যায়। তাই বলে বছরের অন্য সময়ে যে ধস নামে না এমন নয়। ছোটখাটো ধস নামার ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। তবে বড় ধরনের ধস নামলে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। সংবাদ মাধ্যমের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। ছুটে আসেন পুলিশ–প্রশাসন, ইসিএলের কর্তারা। ধসের জেরে মাটি বসে গেলে আশেপাশের এলাকার ঘর ও বাড়িতেও ফাটল দেখা দেয়। রাস্তা ভেঙে দুভাগ হয়ে যায়। তখন আর যাতায়াত করা যায় না সেই রাস্তা দিয়ে। এমনকি ধস নেমে পুকুরের জল মাটির নিচে চলে যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

টাকা নেই, হাত তুলে দিল পুরবোর্ড

কোচবিহার

কিংশুক দত্ত : টাকা নেই। আর, টাকা না এলে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়নের কোনো কাজই করা যাবে না। সোমবার তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুরসভার ৫১তম বোর্ড মিটিংয়ে এভাবেই কার্যত হাত তুলে দিলেন এই পুরবোর্ড এর পুর প্রধান সহ পুর প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। পুর নির্বাচন সামনে, তার আগে এই বোর্ড মিটিংয়ে পুরসভার বিরোধী দলনেতা মহানন্দ সাহা সহ অন্যান্য বামপন্থী কাউন্সিলররা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তা, নিকাশি নালা এবং সর্বোপরি পানীয় জল সহ শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ করে প্রয়োজনীয় কাজ মিটিয়ে ফেলার দাবি জানান এই সভায়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে বামপন্থী কাউন্সিলরদের তোলা পুরনাগরিকদের ন্যায্য দাবিগুলিকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে টাকার অভাবে এই কাজ হবে না বলে এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় এদিন। পুর কর্তৃপক্ষের এই আচরণ শহরের নাগরিকদের অপমান বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। এদিন এই সভার শেষে পুরসভার বিরোধী দলনেতা মহানন্দ সাহা বলেন, এই সভায় এদিন পুরকর সহ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তা নিকাশি নালা সংস্কার পানীয় জল হাউস ফর অল প্রকল্প বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

এই হাউস ফর অল প্রকল্পে

১৩ নয় ১১ হাজার, দুদিকেই বাঁক নিতে পারে সূচক

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল–বাজারে এমন সব নানা ঘটনা–প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১৩ হাজার পেরোবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৪–৫ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ১১,৬০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ১১ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে সাড়ে ১০ –১০ হাজারে চলে আসাটাও অসম্ভব নয়।

আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই

খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন।

নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে।

আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর।

আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ।

কাজের খবর

পূর্ব রেলে ২৭৯২ তরুণ তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ট্রেডে ২,৭৯২ জন তরুণ তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে পূর্ব রেল। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাক্ট, ১৯৬১ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রুলস, ১৯৯২ অনুসারে হাওড়া ডিভিশন, শিয়ালদহ ডিভিশন, মালদা ডিভিশন, আসানসোল ডিভিশন, কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ, লিলুয়া ওয়ার্কশপ ও জামালপুর ওয়ার্কশপে ট্রেনিং দেওয়া হবে ফিটার, মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক সহ বিবিধ ট্রেডে। এই ট্রেনিংয়ের নোটিশ নম্বর RRC-ER/Act Apprentices/2019-20.

ডিভিশন/ওয়ার্কশপ অনুসারে আসনসংখ্যার বিন্যাস : হাওড়া ডিভিশন : ফিটার : ২৮১টি (সাধারণ ১০০, তফসিলি জাতি ৪৪, তফসিলি উপজাতি ২৫, ও বি সি ৭৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩৪)। এর মধ্যে ১২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৯টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়েল্ডার : ৬১টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মেকানিক (মোটর ভেহিক্যাল) : ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। মেকানিক (ডিজেল মেকানিক) : ১৭টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ব্ল্যাকস্মিথ : ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। মেশিনিস্ট : ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। কার্পেন্টার : ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। পেইন্টার : ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। লাইনম্যান (জেনারেল) : ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। ওয়্যারম্যান : ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ সি মেকানিক : ৮টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ২২০টি (সাধারণ ৮১, তফসিলি জাতি ৩৪, তফসিলি উপজাতি ১৯, ও বি সি ৬১), আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২৫)। এর মধ্যে ১০টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৭৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মেকানিক মেশিন টুল মেইন্টেন্যান্স : ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। শিয়ালদহ ডিভিশন : ফিটার : ১৮৫টি (সাধারণ ৭৫, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৪, ও বি সি ৫০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৮)। এর মধ্যে ৭টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়েল্ডার : ৬০টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৯১টি (সাধারণ ৩৬, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ২৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৯)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। লাইনম্যান : ৪০টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়্যারম্যান : ৪০টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক : ৭৫টি (সাধারণ ৩০, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ২০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৮)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ সি মেকানিক : ৩৫টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত।

মালদা ডিভিশন : ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৪১টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ সি মেকানিক : ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ফিটার : ৪৭টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়েল্ডার : ৩টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১)। পেইন্টার : ২টি (সাধারণ)। কার্পেন্টার : ২টি (সাধারণ)।

আসানসোল ডিভিশন : ফিটার : ১৫১টি (সাধারণ ৬৮, তফসিলি জাতি ২৩, তফসিলি উপজাতি ১১, ও বি সি ৪১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৮)। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৫টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। টার্নার : ১৪টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) : ৯৬টি (সাধারণ ৪৪, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ২৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মেকানিক (ডিজেল) : ৪১টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ : ফিটার : ৬৬টি (সাধারণ ২৬, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়েল্ডার : ৩৯টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৭৩টি (সাধারণ ৩০, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ২০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মেশিনিস্ট : ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ওয়্যারম্যান : ৩টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১)। ওয়্যারম্যান : ৩টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১)। কার্পেন্টার : ৯টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। পেইন্টার : ১০টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)।

লিলুয়া ওয়ার্কশপ : ফিটার : ৮০টি (সাধারণ ৩২, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ২২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৮)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মেশিনিস্ট : ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ওয়্যারম্যান : ৩ টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১)। কার্পেন্টার : ৯টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। পেইন্টার : ১০টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)।

লিলুয়া ওয়ার্কশপ : ফিটার : ৮০টি (সাধারণ ৩২, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ২২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৮)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মেশিনিস্ট : ১১টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। টার্নার : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১০। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) : ৬৮টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আর্তিকভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পেইন্টার জেনারেল : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ১৫টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়্যারম্যান : ১৫টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। মোট শূন্যপদের মধ্যে ৬টি প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

জামালপুর ওয়ার্কশপ : ফিটার : ২৬০টি (সাধারণ ১০৫, তফসিলি জাতি ৩৯, তফসিলি উপজাতি ২০, ও বি সি ৭০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২৬)। এর মধ্যে ১০টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৮টি প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) : ২২০টি (সাধারণ ৮৯, তফসিলি জাতি ৩৩, তফসিলি উপজাতি ১৭, ও বি সি ৫৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২২)। এর মধ্যে ৯টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৭টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মেশিনিস্ট : ৪৮টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্দী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। টার্নার : ৪৮টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৪৩টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ডিজেল মেকানিক : ৬৫ টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এন সি ভি টি বা এস সি ভি টি স্বীকৃত আই টি আই সার্টিফিকেট থাকতে হবে। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), লাইনম্যান, ওয়্যারম্যান, কার্পে;ন্টার ,বং পেইন্টার (জেনারেল) ট্রেডের ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাশ করে থাকলেও আবেদন করা যাবে।

বয়স : ১৩–৩–২০২০ তারিখে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের নথিপত্র যাচাই করা হবে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.rrcer.com অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন ফটো, সই ও বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ, পি ডি এফ ফর্ম্যাটে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সের প্রমাণপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট ও দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। অনলাইন পদ্ধতিতে ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে লাগবে না। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্যে ফি দিতে হবে। অনলাইন আবেদন সাবমিট করার পর পূরণ করা আবেদনপত্রের ২ কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

অম্বুজা সিমেন্টে ৩ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জেলার তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং বি পি এল সম্প্রদায়ভুক্ত তরুণ–তরুণীদের নিখরচায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিউয়িং মেশিন অপারেটর এবং কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভের প্রশিক্ষণ দেবে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন। ৩ মাসের আবাসিক প্রশিক্ষণ।

অন্তত মাধ্যমিক পাশ তরুণ–তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

সংস্থার হোস্টেলে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। থাকা খাওয়া ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কোনও ফি লাগবে না। মূল প্রশিক্ষণের সঙ্গে কম্পিউটার, সাধারণ ইংরেজি শেখানো হবে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আগ্রহীরা নিচের ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দেবেন ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। তথ্যের জন্য বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন এই দুই নম্বরে : ৯৭৪৮৪০৭৯০০, ৭৯৮০৭২০৮৬৮।

টু হুইলার টেকনিশিয়ান : টি ভি এস মোটর কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে টু–হুইলার টেকনিশিয়ানের ট্রেনিং দেবে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন। মোট ৬ মাসের প্রশিক্ষণ। এর মধ্যে ৩ মাসের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ হবে টি ভি এস মোটর কোম্পানির সার্ভিস সেন্টারে। ট্রেনিং শেষে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। অন্তত ক্লাস এইট পাশ হলে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে।

বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২০ ফেব্রুয়ারি। ফি ১০০০ টাকা। ভর্তি হতে হবে ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। তথ্যের জন্য বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন এই দুই ফোন নম্বরে। ৯৬৮১৪৬৪১৫৬, ৮৫৩৬০০৩১৭১।

সবক'টি কোর্সের ক্ষেত্রেই যোগাযোগের ঠিকানা : অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন, সাঁকরাইল, ধুলাগড়ি, হাওড়া।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ ফেব্রুয়ারি – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

মেষ : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম করবেন। আপনি এই সপ্তাহে আর্থিক এবং স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত থাকবেন। গ্রাহকদের এবং ব্যবসায়ীদের সাথে আপনার দেখা হবে। সিনিয়র কর্মকর্তারা বা সমাজের সম্মানিত মানুষরা আপনার সাথে দেখা করতে পারেন।

বৃষ : এই সপ্তাহে আপনি সুখী থাকবেন এবং সাফল্য অর্জন করবেন। পরিকল্পনা যাই হোক না কেন আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। ফলাফল থেকে আপনি খুশি এবং সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনি সেই পরিকল্পনাগুলি শুরু করতে পারেন, যা আপনি অতীতে পরিকল্পনা করেছিলেন।

মিথুন : আপনি এই সপ্তাহে মিশ্র ফলাফল পাবেন। কিন্তু সন্ধ্যায় আপনি ভাল খবর পাবেন। আপনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। অতএব আপনি সাবধানে ড্রাইভ করবেন এবং দীর্ঘ যাত্রা করবেন না। এই সপ্তাহে আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় ব্যয় করা উচিত।

কর্কট : এই সপ্তাহ আপনার সামাজিক, আর্থিক বা মানসিক, প্রত্যেক বিষয় এর জন্য খুব ভাল। আপনার দ্বারা তৈরি পরিকল্পনা হবে দ্রুত সম্পূর্ণ এবং আপনি পূর্ববর্তী মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। যদি আপনি সংগীত সম্পর্কিত কোনও কাজ করেন তবে আপনি পছন্দসই সাফল্য পাবেন।

সিংহ : এই সপ্তাহ আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য খুব উপকারী। এই সপ্তাহে আপনি শুভ ফলাফল পাবেন। আপনি যদি ব্যবসা করেন, আপনাকে ব্যবসা সম্পর্কিত ট্রিপ এ যেতে হবে। এই যাত্রা আর্থিক লাভ এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করবে। নতুন ব্যবসার সংযোগ স্থাপন হবে।

কন্যা : এই সপ্তাহ আপনার পারিবারিক সুখী পরিবেশ তৈরীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দুপুরের আগে কোন ভাল খবর পাবেন। খবরটা জন্ম, বিবাহ বা অন্য কোন পারিবারিক জিনিস সম্পর্কিত হতে পারে। আপনার ভাই, বোন বা আত্মীয়ের বিবাহের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

তুলা : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার স্ত্রী বা সন্তানের সঙ্গে কোন কারণ ছাড়া বিরোধ ঘটতে পারে এবং আপনার সম্পর্ক কদর্য হতে পারে। আপনি সকালের দিকে চিন্তার মধ্যে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য অসুস্থ হতে পারে এবং আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন।

বৃশ্চিক : এই সপ্তাহ আর্থিক এবং সামাজিক বিষয় এর জন্য খুব শুভ। যদি আপনি কোন সামাজিক পরিষেবাতে যুক্ত থাকেন, এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার বন্ধুদের এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আনন্দ উপভোগ করবেন এবং তাদের সঙ্গে ভবিষ্যত পরিকল্পনা আলোচনা করবেন।

ধনু : আপনি এই সপ্তাহে স্বাভাবিক আর্থিক সুবিধা পাবেন। কিন্তু আপনি সামাজিক পর্যায়ে ব্যস্ত থাকবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে অনেক লোক আপনার সাথে দেখা করতে আসবে। আপনার পরিবার এবং পত্নীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব আন্তরিক এবং সহযোগিতাপূর্ণ হবে।

মকর : এই সপ্তাহ আপনার জন্য সফল এবং সুখী হবে। আপনি সকালে কিছু ভাল খবর পাবেন। আপনি আপনার কাজের উপযুক্ত ফলাফল পাবেন। আপনি কম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনার ব্যবসার আরও লাভ উপার্জন করতে পারেন। আপনি অতীতে সম্পন্ন আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপকারী ফলাফল পাবেন।

কুম্ভ : এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি লেখক, কবি বা অভিনেতা হন, আপনার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করার জন্য সকালের সময় অনুকূল হবে। দিনের বেলায় আপনি কাজে ব্যস্ত থাকবেন এবং ভাল চিন্তা আপনার মনের মধ্যে আসবে। আপনি এই চিন্তাধারা থেকে অনুপ্রাণিত হবেন।

মীন : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক চাপ থেকে কষ্ট পেতে পারেন। দুপুরের আগে আপনি কিছু খবর পাবেন যা চিন্তা এবং সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। আপনি একটি দুর্ঘটনায় আপনার কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হারাতে পারেন।

শব্দবার্তা ১৬৬

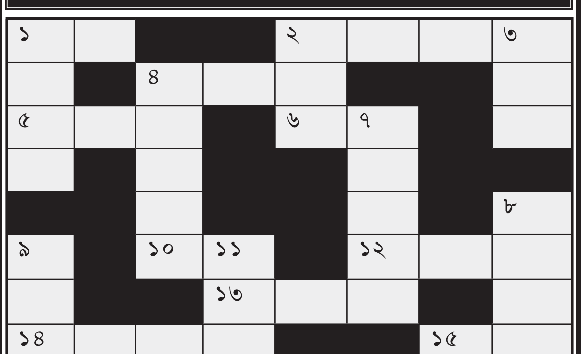

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আনন্দ, ঘুরিয়ে ফল ২। সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকতে থাকতে ৪। বিমাতা ৫। জুতো ৬।'লজ্জা'–র কোমল ও কথ্য রূপ ১০। বড় ঘর ১২। জেল্লা ১৩। হিন্দু চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ ১৪। বৈচিত্রহীন ১৫। একটি পদবি।

উপর–নীচ

১। ধনী ও দিরদ্রের মাঝামাঝি অবস্থাযুক্ত ২। ব্যাপার, বিষয় ৩। সাপের চির শত্রু ৪। সামাজিক রীতিনীতির শৃঙ্খল ৭। তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের প্রপৌত্র ৮। ছবি, প্রতিকৃতি ৯। '— ডালপালা তোর উতলা যে' ১১। চিহ্ন, পরিচয়।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৬৫

পাশাপাশি : ১। আক্ষেপ ৩। প্রাথমিক ৫। তিলেক ৬। সারল্য ৭। করপাল ৮। অনাবিল ১০। সাবান ১২। বাদাম ১৩। অরন্ধন ১৪। নির্ঝর।

উপর–নীচ : ১। আকরিক ২। পতিতপাবন ৪। প্রাক ৪। মিহির ৬। সামনাসামনি ৯। লশকর ১১। বাহার ১২। বান।

আই আই টি খড়্গপুরে আইন কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসে স্পেশ্যালাইজেশন সহ আইনের স্নাতক (এল এল বি–অনার্স) কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে খড়্গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির রাজীব গান্ধি স্কুল অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ল। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় বি ই বা বি টেক। মেডিসিনে স্নাতক ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। বিজ্ঞান শাখায় বা ফার্মাসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। উপরোক্ত যোগ্যতা সহ এম বি এ ডিগ্রি থাকলেও আবেদনের যোগ্য। সব ক্ষেত্রেই অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর পেে থাকতে হবে।প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৮ এপ্রিল, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইংলিশ (৬০ নম্বর), লজিক্যাল রিজনিং (২০ নম্বর), ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটি (১৫ নম্বর), বেসিক সায়েন্স (৩৫ নম্বর) এবং লিগ্যাল অ্যাপ্টিটিউড (৭০ নম্বর) বিষয়ে। ইন্টারভিউ ১৯ এপ্রিল। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iitkgp.ac.in প্রার্থীর চালুই–মেল আই ডি থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ।

অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও সই সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। আবেদনের ফি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ০৩২২২–২৮২২৩৭।

আতস কাঁচে

শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : এক শিশু কন্যার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো জয়নগরে। ঘটনায় প্রকাশ, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার ও দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রতিবেশী বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিলো জয়নগর থানার নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণীতলা গ্রামের বাসিন্দা রাজেন কয়ালের দু 'বছরের শিশু কন্যা স্নেহা কয়াল। দিনের আলো কমতে থাকায় স্নেহা বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন মা সীমা কয়াল। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। অবশেষে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক জায়গায় স্নেহার জুতো পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশী এক যুবক। তার পর ওই জুতোর সূত্র ধরে পাশেই একটি ডোবাতে স্নেহার অচৈতন্য দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। সাথে সাথে স্থানীয়রা স্নেহাকে নিয়ে পদ্মের হাট গ্রামীণ হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা জানান ,স্নেহা মারা গিয়েছে। দু বছরের স্নেহার এই ভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক সাইকেল আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মৈপীঠ নাগেনাবাদ গ্রামের শনিবার বাজার সংলগ্ন স্থানে মৈপীঠ আরডি রোডে দ্রুত গতিতে আসা একটি চার চাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে সাইকেল আরোহীর মৃত্যু ঘটে। মৃতের নাম শচীন পয়ড়া(৫০), বাড়ি কুলতলী থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রামে। গাড়ির চালক পলাতক। এর পরে উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে, এবং গাড়িটিকে পাশের খালে ফেলে দেয়। পরে মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিশ এসে ঘটনাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পলাতক গাড়ির চালকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার সাহাজাদাপুর গ্রামে। বকুলতলা থানার সাহাজাদাপুর অঞ্চলের সাহাজাদাপুর গ্রামের বাসিন্দা সুপ্রকাশ হালদারের সঙ্গে প্রেম করে গত চার বছর আগে বিয়ে হয় পায়েল হালদারের। তিন বছর আগে তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। পায়েলের বাপের বাড়ির লোকেদের অভিযোগ, প্রেম করে বিয়ে করার জন্যই তাঁরা প্রথমে মেনে নেন নি এই সম্পর্ক। পরে মেয়ের কথা ভেবে তাঁরা মেনে নিয়ে ছিলেন, কিন্তু বিয়ের পর থেকে জামাই কোনো কাজ করত না । এবং নানাভাবে তাঁর মেয়ের উপর জামাই ও তাঁর পরিবারের সবাই অত্যাচার চালাতো এমনটাই অভিযোগ পায়েলের বাপের বাড়ির লোকেদের।

বিনা পারিশ্রমিকে ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের আটকে রেখে কাজ করানোর অভিযোগে ধৃত ৩

ক্যানিং-এর হিমচি এলাকার যমুনা ইটভাটা থেকে চার জন শ্রমিক ও তাদের সাথে থাকা দুটি শিশুকে উদ্ধার করল পুলিশ।

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের কাজের চাপ দিয়ে আটকে রাখার অভিযোগে তিনজনকে ধরল পুলিশ। ঘটনায় প্রকাশ, ছত্রিশগড়ের কোরবা জেলা কালেক্টর অফিস থেকে গত ৪ ঠা জানুয়ারি বারুইপুর মহকুমা শাসকের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে একটি চিঠি আসে। তাতে লেখা হয় বারুইপুরের একটি ইটভাটায় ১৭ জনকে আটকে রেখে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমিকের কাজ করানো হচ্ছে। এই চিঠি পাওয়ার পর বারুইপুর মহকুমা শাসক দেবারতি সরকার কাল বিলম্ব না করে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার রশিদ মুনির খানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদেরকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে বলেন। সেইমতো বারুইপুর পুলিশ টিম ক্যানিং এর হিমচি এলাকার যমুনা ইটভাটা থেকে চার জন শ্রমিক ও তাদের সাথে থাকা দুটি শিশুকে উদ্ধার করে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করেন। বাকিরা কোনও ভাবে ইট ভাটা থেকে পালিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে ছিল।

ইতিমধ্যে তাঁরা ছত্তিশগড়ে পৌঁছে গেছেন। পুলিশ ইট ভাটার মালিক সেলিম মোল্লা, ম্যানেজার বৈগিদ হোসেন মন্ডল এবং আর এক জন যোগাযোগকারী সন্তোষ দাস কে গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে পাচার, জোর করে আটকে রাখা, মারধর এবং বন্ডেড লেবার অ্যাবিলেশন আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের বারুইপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

সাফল্য বারুইপুর পুলিশের, ডাকাতির আগেই গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও বড় ধরনের সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনস্থ জীবনতলা থানার পুলিশ। ডাকাতির আগেই পাঁচ কুখ্যাত ডাকাত কে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে বড়সড় ডাকাতির ঘটনা ভেস্তে দিলো জীবনতলা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে জীবনতলা থানার দেউলি গুত্রি পাড়া এলাকায়। পুলিশ সুত্রে জানাগেছে এদিন রাতে জীবনতলা থানার পুলিশের কাছে গোপন সুত্রে খবর আসে দেউলি গুত্রিপাড়ার আতিয়ার রহমানের আলাঘরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ বেশ কিছু দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে এলাকায় ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে। গোপন সুত্রে এমন খবর পেয়েই জীবনতলা থানার পুলিশ টিম মুহূর্তে হানা দেয় আলাঘরে। পুলিশ হানা দিয়েছে বুঝতে পেরে ডাকাত দলটি পালানোর উপক্রম করে। বড় ধরনের ডাকাতির ঘটনা ভেস্তে দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাঁচ কুখ্যাত ডাকাত কে মুহূর্তে ধরে ফেলে পুলিশ।ধৃত ডাকাতরা হল সওকাত মোল্লা,গোলাম মোল্লা,আতিয়ার রহমান গাজী,হাইবুর মোল্লা,সরিফুল মল্লিক। ধৃত ডাকাতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ। ধৃত ডাকাতদের মধ্যে সরিফুল মল্লিকের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মিনাখাঁ থানা এলাকায়। অন্য চারজনের বাড়ি জীবনতলা থানা এলাকার দেউলি মোল্লা পাড়া ও পয়না এলাকায়। ধৃত ডাকাতদের মধ্যে দুজনের নামে এর আগেও অসামাজিক কাজকর্মের জন্য পুলিশের খাতায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ১

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যাক্তি কে গ্রেফতার করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও বকুলতলা থানার পুলিশ।ধৃতের নাম ভোলে ওরফে সেলিম দর্জি। ধৃতের কাছ থেকে তিনটি ওয়ান শাটার পাইপগান ও চার রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বকুলতলা থানার ৫ নম্বর মনিরতট এলাকার মধ্য মনিরতট এলাকায়। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে বেশকিছুদিন ধরেই গোপনে খবর আসছিল বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন পুলিশের কাছে। খবর আসছিল বকুলতলা থানার ৫ নম্বর মনিরতট এলাকায় গোপনে অস্ত্র কারবার চলছে। সেইমতো বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ওসি লক্ষ্মিকান্ত বিশ্বাস ও বকুলতলা থানার ওসি সুশোভন সরকারের নেতৃত্ব বিশাল পুলিশ বাহিনী বৃহস্পতিবার ৫ নম্বর মনিরতট এলাকায় ভোলে ওরফে সেলিম দর্জির বাড়িতে তল্লাশি

অভিযান চালায়। সেলিমের বাড়ি থেকে কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে সেলিম ওরফে ভোলে কে। এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাস্তা দখল করে থাকা ইমারতি দ্রব্য সরাতে উদ্যোগী পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তার ধারে যেখানে-সেখানে বালি, পাথর, ইট পড়ে থাকছে । আর এতেই দুর্ঘটনা ঘটছে কুলতলি ও জয়নগর রোডে। আর এবার সেই বালি পাথর সরানোর কাজে হাত দিল প্রশাসন। ঘটনায় প্রকাশ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবেই রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ইমারতি দ্রব্য সরিয়ে দেবার কাজে হাত দিলো বকুলতলা থানার পুলিশ। জয়নগর থেকে কুলতলি যাবার পথে পড়ে বকুলতলা থানা। এই থানা এলাকার বিভিন্ন অংশের মানুষের অভিযোগ, বহুদিন ধরে রাস্তার অধিকাংশ দখল করে একদল মানুষ বালি, পাথর, ইটের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনকে জানিয়েও এতদিন কাজ হচ্ছিল না। অবশেষে সাধারণ নাগরিকদের চাপে বকুলতলা থানার পুলিশ থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা থেকে ইমারতি দ্রব্য তুলে ফেলার কাজ শুরু করলো। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, দক্ষিণ বারাশত থেকে জীবন মন্ডলের হাট যাওয়ার রাস্তার একাধিক জায়গা থেকে বুধবার বালি, পাথর, ইট তোলা হয়েছে। ময়দা, নিমপীঠ ও নতুনহাটের আশেপাশের এলাকা থেকে তুলে ফেলা হচছে এই সব ইমারতি সামগ্রী। এ ব্যাপারে বকুলতলা থানার ওসি সুশোভন সরকার জানালেন, যারা এভাবে রাস্তা দখল করে ইমারতি দ্রব্য রেখেছিলেন তাদের বারবার বলা হয়েছিল কিন্তু তাঁরা কোন কথা না শোনায় আমরা এগুলো তুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিই। আর যারা এইসব ইমারতি দ্রব্য রাস্তা দখল করে রেখে ছিল তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে আগামী দিনে এই ভাবে রাস্তায় এগুলো ফেলে না রাখে। এরপর তাঁরা রাখলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে থানা এলাকায় মাইকের মাধ্যমে প্রচার ও করা হবে বলে ওসি জানান। এ ব্যাপারে ময়দা এলাকার নাগরিকরা জানালেন, প্রশাসন যদি একটু কঠোর ভাবে এদিকে নজর দেয় তাহলে এই রোডে দুর্ঘটনা হার অনেক কমে যাবে। তবে বকুলতলা থানার এই সাহসী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। কিন্তু জয়নগর দক্ষিন বারাশত রোডের জয়নগর, উওর দুর্গাপুর, বহড়ুবাজার, জোড়াপুল, দক্ষিণ বারাশত সহ বহু এলাকার রাস্তার উপর বালি পাথর সবসময় স্তূপাকার করে ফেলে রাখা হচ্ছে। এগুলি দ্রুত না সরানো হলে এই রোডে যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনার আশংকা করছে স্থানীয় মানুষজন।

বারুইপুরে সাইবার ক্রাইম সেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর পুলিস জেলা সুপারের অফিসে সাইবার ক্রাইম পুলিস স্টেশন থানার উদ্বোধন হয়ে গেল সাড়ম্বরের সাথে। শনিবার দুপুরে এই সাইবার ক্রাইম পুলিস স্টেশন থানার উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলা সুপার রশিদ মুনির খান। এছাড়াও ছিলেন সাইবার ক্রাইম থানার ওসি জয়শ্রী নস্কর,আই সি দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার ।এবার সাধারণ মানুষ সরাসরি বারুইপুর পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনে এসে তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। যা আগে কোন সাইবার ক্রাইমের বিষয়ে লোকাল থানায় আগে মানুষ অভিযোগ করতো। তারপরে আসতে হতো বারুইপুর জেলা পুলিসের সাইবার ক্রাইম অফিসে। এখন থেকে সেই অসুবিধা দূর হল। বারুইপুর পুলিশ জেলা সুপারের অফিসের তৃতীয় তলায় ছিল এই সাইবার ক্রাইম পুলিশ অফিস। এবার একতলায় আধুনিক সুসজ্জিত সাইবার পুলিশ স্টেশনে আলাদা ওসির,আই সির ঘর সহ অফিস রুম ও সাধারণ মানুষদের বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এদিন উদ্বোধন করে প্রবীণ ত্রিপাঠি বলেন,সাইবার ক্রাইম নিয়ে অনেক অভিযোগ আসছে। এদিন শুরু করা হল নতুন অফিসের কাজ। পুলিস সুপার খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন। সাইবার ক্রাইম বিভাগে যে টিম আছে তাঁরা দক্ষতার সাথে কাজ করবে। সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিযোগ সহজেই জানাতে পারবেন।

উত্তরের আঙিনায়

অগ্নিকাণ্ডের জেরে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: দুষ্কৃতীদের আগুনে পুড়ে গেল প্রচুর যন্ত্রাংশ। সেবক রংপো রেল লাইনের কাজের জন্য আনা হয়েছিল যন্ত্রাংশ গুলি। সেবক-রংপো রেল যোগাযোগের জন্য কাজ চলছিল দ্রুতগতিতে। সেবক রংপো রেললাইনের কাজের জন্য পাহাড় কেটে তৈরি করা হচ্ছিল বিভিন্ন জায়গায় টানেল। শনিবার রাতে কালিঝোড়ায় টানেল তৈরির জন্য নিয়ে আসা নতুন মেশিনে দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। আর এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে আতঙ্কে কর্মরত কর্মীরা। জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই এই নতুন মেশিন গুলি নিয়ে আসা হয়েছিল। শনিবার রাতে কেউ বা কারা সে গুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। রবিবার সকালে খবর পাওয়ার পরই ঠিকাদারি সংস্থা সহ রেলের কর্তারা একে একে সেখানে পৌঁছাছেন। পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রায় আড়াই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এই দুষ্কৃতীদের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায়।

নিরাপত্তারক্ষীর সামনেই চুরি গেল বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মাটিগাড়া থানা এলাকার ঘটনা। নেওটিয়ার নিরাপত্তারক্ষীর সামনেই চুরি গেল বাইক? নেওটিয়া হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। বিষ্ণু মোদকের অভিযোগ পয়লা ফেব্রুয়ারি নেওটিয়া গেটওয়েল হাসপাতালে তিনি ভিজিটর পার্কিং জোনে বাইক রেখে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত এক রোগীর জন্য রক্ত দান করতে গিয়েছিলেন,তার মোটরবাইক নম্বর WB74AA5561 সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকা ওই হাসপাতালের পারকিং জোনে কিছুক্ষণ বাদে গিয়ে দেখেন তার মোটর বাইক নেই। মোটরবাইক পার্কিং করা স্থানে না দেখে বিষ্ণুবাবু নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীকে বিষয়টি বলেন। নিরাপত্তারক্ষী তাকে বলেন পার্কিং নিজের দায়িত্বে বিষয়টিতে কর্তৃপক্ষের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। বিষ্ণু বাবু অভিযোগ তুলেছেন, মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত বৃহৎ একটি আবাসনের ভেতরে চারদিকে দেওয়া হাসপাতালের পার্কিং এরিয়া থেকে গাড়ি চুরি গেল তার দায়িত্বভার কেন নেবে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ? ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। বিষ্ণুবাবুর অভিযোগ, চোর কি করে বাইকের হ্যান্ডেল লক ভেঙে সিকিউরিটি গার্ডের সামনে দিয়ে এক্সিট গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল? বিষ্ণু বাবুর অভিযোগ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যারা এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন তাদের এবং তাদের পরিবারের গাড়িগুলি নিরাপত্তার দায়িত্ব কার? নিউটিয়ার পার্কিং জোন ও বাইরে গাড়ি রাখার মধ্যে কি কোনও পার্থক্য নেই তবে তারা কেন নেওটিয়া কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তা রক্ষীরা ভিতরে গাড়ি রাখতে বলেন? আর সেই কারণেই বিষ্ণু বাবু অভিযোগ করেছেন তাহলে তার বাইক চুরি হওয়ার জন্য দায়ী কে? তবে বিষয়টি নিয়ে নেওটিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

এনফোর্সমেন্ট বিভাগের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি খালপাড়ার কেডিয়া বিল্ডিংয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অভিযান। বিদেশি সিগারেট মজুদ ছিল ওই গুদামে বলে অভিযোগ। কয়েক লক্ষ টাকার বিদেশি সিগারেট উদ্ধার বলে জানা গেছে স্থানীয় সূত্রে।

এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় খালপাড়া এলাকায়। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কত টাকার সিগারেট উদ্ধার হয়েছে বা কেউ আটক হয়েছে কিনা তা পুলিশ সূত্রে জানা যায় নি।

বেশ কিছুদিন ধরে খালপাড়া এলাকায় ওই গুদামে বিদেশি সিগারেট বেআইনিভাবে মজুদ করা হচ্ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে এনফর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অভিযান চালিয়েছে বলে খবর।

এলআইসি শেয়ার বিক্রির বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মচারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : কর্পোরেটদের ছাড় দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটতি হচ্ছে, এই ঘাটতি পূরণ করবার লক্ষ্যেই এলআইসির শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেটে। যা একটি অভিসন্ধি মূলক পদক্ষেপ। গোটা দেশে এই এলআইসির ৪২ কোটি পলিসি হোল্ডার রয়েছেন, তাদের মতামত না নিয়ে এলআইসির ১ টাকার শেয়ারও বিক্রি করার অধিকার নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। এলআইসি কে বেসরকারিকরণ এবং তাকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার এটি একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকারের। এই নীতির তীব্র বিরোধিতার পাশাপাশি এই প্রস্তাব বাতিলের দাবিতে এলআইসির সব অংশের কর্মী, এজেন্ট এবং পলিসি হোল্ডারদের নিয়ে দ্বিধাহীন আন্দোলনে সামিল হবেন তারা। সোমবার ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের কোচবিহার জেলা দফতরে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন বিভাগীয় বিমা কর্মচারী সংগঠনের কোচবিহার জেলা সহ সম্পাদক দেবাশীষ রায়। এ সংগতি প্রযুক্তি ছিলেন বিমা কর্মচারী আন্দোলনের নেতা রাজেশ ঘোষ,সুব্রত রায়, অমিত মিত্র প্রমুখ। এদিন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সামনে টিফিন বিরতিতে এলআইসি শেয়ার বিক্রির অভিসন্ধি বিরুদ্ধে এবং তা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন বিমা কর্মচারীরা। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এলআইসির তিনটি কর্মচারী সংগঠন এর নেতারা। এদিন দেবাশীষ রায় আরো বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব আনলেও এতে কোনও বিপদের কারণ নেই এলআইসি পলিসি হোল্ডারদের, কারণ এলআইসির যা আর্থিক সম্পদ আছে, তা দিয়ে এই পলিসি হোল্ডারদের দায়ভার গ্রহণ করতে সক্ষম ভারতীয় জীবন বীমা নিগম। যা দায়ভার আছে, তার চেয়ে দু লক্ষ কোটি টাকার বেশি সম্পদ বর্তমান রয়েছে এলআইসির।

এর পাশাপাশি এদিন তিনি বলেন এলআইসি টাকার বা সম্পদের প্রয়োজন নেই, কিংবা এলআইসি সরকারের কাছে টাকা বা অর্থ চেয়ে আবেদন করেননি তাহলে কেন উত্তর শেয়ার বিক্রি করতে উদ্যত হলো কেন্দ্র? এবছর ২,৬০০কোটি টাকা ডিভিডেন্ট হিসেবে তুলে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে এলআইসি পক্ষ থেকে। আর কেন্দ্রের সরকার বাজেটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে যা প্রস্তাব গ্রহণ করে তার ২৫ শতাংশ অর্থ এলআইসি থেকে। তা সত্ত্বেও এই এলআইসির শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব এনে এই এলআইসিকে বেসরকারিকরণ এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়া ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২ টা থেকে সোয়া ১ টা পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে এলআইসি দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাবেন এলআইসির কর্মচারীদের পাশাপাশি এলআইসি এজেন্ট এবং পলিসি হোল্ডাররা। এ দিনেই এক ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করবেন তারা বলে এদিন জানান তিনি।

উচ্চস্বরে এয়ার হর্ন বাজানো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : কোচবিহার জেলা পুলিশের নেতৃত্বে ডিএসপি ট্রাফিক চন্দন দাস ও মোটরভিকেল আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার কোচবিহার শহরের মিনি বাস স্ট্যান্ড খাগড়াবাড়ি এলাকায় বাসের এয়ার হর্ন ও এস এল ডি চেকিং করা হয়েছে। এই চেকিংয়ে তিনটি ছোট গাড়ি ও দুটি বাস আটক করে মটোরভিকেলস ও ট্রাফিক পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই প্রায়শই অভিযোগ ওঠে ড্রাইভিং এর পাশাপাশি উচ্চস্বরে এয়ার হর্ন বাজানো শহরের মধ্যে কিন্তু এর প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায় তার জন্যই আজ জেলা ট্রাফিক পুলিশ এবং মটর ভিকেলস দপ্তরের পক্ষ থেকে এই অভিযান চালানো হয়েছে। বড় বড় গাড়ি গুলি তাদের গাড়ির মধ্যে থাকা এস এল ডি খুলে গাড়ি চালাচ্ছে। এতে যাত্রীদের প্রাণহানি ভয় রয়েছে। কেননা এস এল ডি ব্যবহার করলে গাড়ির স্পিড নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কিন্তু কিছু অসাধু গাড়ির চালকেরা আগে গিয়ে প্যাসেঞ্জার তোলার লোভে সরকারি নিয়ম ভেঙে মানুষের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই কারণে আজ এই অভিযান করা হয়। আমরা এই অভিযানে নেমে তিনটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি ও দুটি বাস আটক করেছে। পাশাপাশি বহু গাড়ি এয়ারন ব্যবহার করছিল সেই গুলো খুলে নেওয়া হয়েছে।

রঙ বদলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী : রাজু

কিংশুক দত্ত, কোচচবিহার : কোচবিহারে সিএএ নিয়ে প্রচারে এসেছেন বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় । বুধবার কোচবিহার শহরে কর্মসূচির আগে তিনি কোচবিহার জেলা বিজেপির পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন । সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন গিরগিটির থেকেও বেশি রং বদলায় । ২০০৫ সালে এই অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন । হস্তিনী এই অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কথা বলছেন । তবে তার কাছ থেকে মানুষ সরে গিয়েছে । তাই এখন তিনি বিভিন্নভাবে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন । মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশেই কোচবিহারের পুলিশ প্রশাসন সাধারণ মানুষের বাড়িতে তারা অনুপ্রবেশকারী বলে তাদের চিঠি পাঠিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে ।

বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, কোচবিহারে আমরা দেখছি বেশ কিছু সাধারণ মানুষও বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের হস্তাক্ষর করা চিঠি পাঠানো হয়েছে । সেই চিঠিতে লেখা রয়েছে বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে আপনারা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে এসেছেন । এই ভাবেই সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । তিনি এখন বুঝে গিয়েছেন তার পাশে মানুষ নেই তাই তিনি এই ধরনের কাজ করছে । আমরা এর তদন্ত চাইছি । বিজেপির এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের পর বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার এলাকায় সিএএ সমর্থনে দোকানে দোকানে গিয়ে প্রচার চালান । তার সাথে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি মালতি রাভা রায় ও অন্যান্য নেতৃত্ব ।

সিএএ-র সমর্থনে প্রচার করলেন শর্বরী মুখার্জি

ব্রজেশ্বর রায়, দিনহাটা: সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) সমর্থনে মঙ্গলবার ছিটমহলে বাড়ি বাড়ি প্রচার করলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা শর্বরী মুখার্জী। এদিন তিনি দিনহাটা পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডের গোপালনগর কলোনীর যৌনপল্লী, হরিজন পল্লী ও ২ নং ব্লকের মশালডাঙা ছিটমহলে দক্ষিণ মশালডাঙা ও মধ্য মশালডাঙা এলাকায় সিএএ এর সমর্থনে প্রচার চালান।

সিএএ সমর্থনে লিফলেট ও একটি পুস্তিকা বিলি করেন। এদিন ওই প্রচার অভিযানে ওই বিজেপি নেত্রীর সাথে ছিলেন, রাজ্য কমিটির সদস্য দীপ্তিমান সেনগুপ্ত, জেলা সম্পাদক সুদেব কর্মকার, দিনহাটা শহর মন্ডল সভাপতি অমিত সরকার সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব। বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা শর্বরী মুখার্জী বলেন, ছিটমহলে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম তারা বলেন, স্বাধীনতার ৬৮ বছর পর মোদী সরকার কেন্দ্রে সরকারে আসার মাত্র ৩৪৬ দিনের মধ্যেই ছিটমহল হস্তান্তর হয়।

বিগত কোনও সরকার ছিটমহল হস্তান্তরের কিছুই করতে পারে নি। ছিটমহল হস্তান্তরের আগে এই ছিটমহলের বাসিন্দারা কিভাবে জীবনযাপন করতে হয়েছে। বাচ্চাদের পড়াশোনা করাতে হলে ছিটমহলের বাইরের কারো পিতার পরিচয় দিয়ে স্কুলে ভর্তি করানো হতো। গর্ভবতী মায়ের চিকিৎসার জন্য হসপিটালে ভর্তি করাতে হলে সেক্ষেত্রেও ছিটমহলের বাইরের কাউকে স্বামীর পরিচয় দিতে হত। তা না হলে তার চিকিৎসা হত না । আজকে তারা নাগরিকত্ব পেয়েছে। বিজেপির সরকার সাম্প্রদায়িক এ কথা ঠিক নয় এখানে ৮০ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আজকে তারা নাগরিকত্ব পেয়েছে বিজেপি সরকার আসার পর।

সিএএ নিয়ে রাজ্যের মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে তৃণমূল সহ বিরোধী দল গুলি। এনআরসির কোন কথা সিএএ আইনে নেই কাউকে দেশ থেকে তাড়ানোর কথা কোথাও বলা নেই। সেজন্য আজকে ছিটমহলে এসে ছিটমহলের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের কথা বলছি, তারা যেন বিরোধীদের কথা শুনে নিয়ে ভুল না বোঝে। সেজন্য দলের তৈরি লিফলেট বিলি করা হয়েছে। এদিন দুপুরে দিনহাটা শহরের পুরসভা এলাকার ৩ নং ৪ নং ও ৫ নং ওয়ার্ডে সি এ এ এর সমর্থনে প্রচার চালানো হয়েছে।

পুরভোটে দাঁড়াতে ইচ্ছুক পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: আসছে নির্বাচন গতবারের হতাশা কাটিয়ে এবারে জিততে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর শিলিগুড়িতে অভিভিবকহীন পনেরো নং ওয়ার্ডে দাঁড়াতে ইচ্ছুক পর্যটনমন্ত্রী গৌতমদেব, এই ওয়ার্ডের দাবিদার অনেক। তাই সমস্ত সমস্যা যাতে মিটে যায় সে দিকে তাকিয়েই নিজে দাঁড়াতে উদ্যোগী হচ্ছেন পর্যটনমন্ত্রী,এমনিতেই সংরক্ষণের কোপে পড়ে অনেক কাউন্সিলারের ভবিষ্য অন্ধকারে তার মধ্যে টিকিট না পেয়ে বিদ্রোহী হতে না পারে দলের অনেকে এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে তৃণমূলের থিঙ্কট্যাঙ্ক। তবে পিকের দলের রিপোর্ট নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও ভিতরের খবর জয়ী কাউন্সিলদের সরাতে চাইছে না দল। বারো নম্বর ওয়ার্ডে নান্টু পাল,তৃণমূল সভাপতি রঞ্জন সরকার এবং 14 নং ওয়ার্ডের শ্রাবণী দত্ত সম্পর্কে পিকের দলের রিপোর্ট ভাল রিপোর্ট ভাল দুলাল দত্ত এবং চন্দ্রানী মন্ডলেরও তবে কিছু ওয়ার্ড নিয়ে নেগেটিভ মার্কসও দিয়েছে পিকের দল, তাই নির্বাচনের আগে সাবধানে পা ফেলতে চাইছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাই গৌতম দেব নিজে মেয়র পদের জন্য দাঁড়াবেন,আরো শোনা যাচ্ছে তৃণমূলের এক মহিলা কাউন্সিলারকে ডেপুটি মেয়র পদে বসাতে আগ্রহী দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ। আপাতত ধিরে চলো নীতি নিয়ে চলবে দল ইঙ্গিত গৌতম দেবের।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৮ ফেব্রুয়ারি – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

বঙ্গ সংস্কৃতি যখন আগ্রাসনে

বাংলা সংস্কৃতির নানা ঘাত প্রতিঘাতে অনেক প্রতিভা যেমন সামনে উঠে আসছে ঠিক তেমনই বহু প্রতিভা সঠিক ভাবে আত্ম প্রকাশের আগেই হারিয়ে যাচ্ছে। বাঙালিদের সম্পর্কে বলা হয় তারা নাকি প্রতিভার মূল্যায়ণ করতে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। এই নিয়ে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য আছে। সাহিত্য সংস্কৃতির সমঝদার বলে এক সময়ে সারা ভারতে বাঙালিদের অনেক সুনাম ছিল। বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্য কথা বলছে। বিগত কয়েক দশক ধরে বঙ্গ সংস্কৃতির বিদ্বজন সম্প্রদায় কোনও না কোনও ভাবে রাজনৈতিক আশীর্বাদ দ্বারা পুষ্ট হয়েছেন।

পরাধীন দেশে স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও বাংলার তথাকথিত পণ্ডিত বিদ্বজনদের দ্বারা অনেকটাই ব্রাত্য ছিলেন। সিকাগোতে বিবেকানন্দের শিকাগো বিজয়, রবি ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার এবং নেতাজির আজাদ হিন্দের অবস্থান ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাঙালির মননকে সমৃদ্ধ করলেও বঙ্গ সংস্কৃতির অবদান তাদের গড়ে তোলার পিছনে খুব বেশি আছে এমনটা বলা যায় না।

দেশ ভাগের পর নানা রঙের শাসক সম্প্রদায় তাদের মন মতো সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছিলেন, ভাষান্তরে বলা যায় অনেক প্রতিভাবান সাংস্কৃতিক মানুষজনকে তাদের ছত্রছায়ায় এনে নিজেদের মতো করে পরিচালনার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জর্জ বিশ্বাস প্রমুখ সঙ্গীত শিল্পীরা তাঁদের নিজের গুনে বঙ্গ সমাজের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলেও আর্থিকভাবে তারা শেষ জীবনে নিশ্চিত থাকতে পারেন নি। অখিল বন্ধু ঘোষ, তুলসি চক্রবর্তী, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ গুণী মানুষদের কদর বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক বাহকেরা যারা মূলত রাজনীতি আশ্রয়ী তারা কোনও দিন দেন নি। উত্তমকুমারকে একদা দুস্থ শিল্পীদের জন্য সংস্থা গড়ে তুলতে হয়েছিল।

খুব সম্প্রতি প্রয়াতা হলেন বাঙালির প্রথম ক্যাবারে ড্যান্সার মিস শেফালি বা আরতী দাস। তার প্রয়াণের খবর গণ মাধ্যমে এলেও তার শেষ জীবনের অনিশ্চয়তার খবর কেউ রাখেনি। বহু শিল্পী সত্ত্বা এমন ভাবেই হারিয়ে যায় এই বাংলায়। সাম্প্রতিক সময়ে বহু সাংস্কৃতিক গুণী মানুষ হয়তো এই কারণেই নাম লেখান রাজনৈতিক দলে।

কলকাতা ময়দানে বইমেলা চলছে। বহু কবি লেখক যাঁরা প্রকৃত অর্থেই গুণী তাদের বেশি ভাগই সাংস্কৃতিক অঙ্গণে কলকে পান না। শহুরে জনারণ্যে হারিয়ে যান তাঁরা। যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বহু লিটল ম্যাগাজিনের লেখক কবি তিলে তিলে তাদের স্বপ্নকে গড়ে তোলেন তারা কোনও ক্রমে সেই 'ডিটেনশন ক্যাম্পের' মতো আশ্রয় পান বইমেলায় প্রায় ব্রাত্য এক প্যাভেলিয়নে। একটা ছোট্ট টেবিল ভাড়া নিয়ে তাদের বহু চর্চিত স্বপ্ন ঘিরে থাকে। বহু তথাকথিত বড় বড় প্রকাশক যারা নিজেদের রাজনৈতিক করিৎকর্মার সুবাদে আর বিজ্ঞাপনী দৌড়ে এগিয়ে থাকার কারণে লুটে পুটে নিয়ে যান বিশাল পাঠক সমাজের মননশীল সত্ত্বাকে। গুণগত মান সেখানে গৌণ। এমন সাংস্কৃতিক ব্যাভিচার চলছেই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্মই উপাসনা

কারণ তাহার সব কর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়। এবং যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সঙ্গতি বা মিল রহিয়াছে, অংশের বাহিরে সে সঙ্গতি নাই। এই অসঙ্গতির অনুভূতির মধ্যেই মুক্তি বা শ্বাধীনতার ভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমরা কেবল সঙ্গতির বৃহত্তর খণ্ডগুলি দেখিতে পাই।কিন্তু আদি ও অন্তঅবশ্যই স্বাধীন আবেগ। প্রথমেই মুক্তির প্রেরণা প্রদত্ত হইয়াছিল,উহাই বাহিয়া চলিয়াছে,কিন্তু আমাদের কার্যকালের তুলনায় প্রকৃতির কার্যকালমুক্ত নই।তথাপি এই চেতনা থাকিয়া যায় যে, আমিমুক্ত। এই চেতনা কিভাবে আসে, তাহাই আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের মধ্যে এই দুইটি

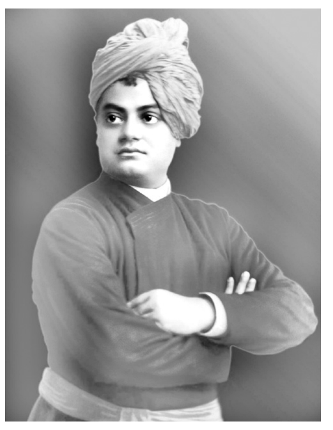

প্রেরণা আছে। আমাদের যুক্তি বলে সব কার্যেরই কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রেরণা দ্বারা আমরা আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণাকরিতেছি।বেদান্তের মীমাংসা এই মুক্তিবা স্বাধীনতা ভিতরেই আছে,আত্মা যথার্থই মুক্ত। কিন্তু জীবাত্মার কর্ম শরীর মনের ভিতর দিয়া পরিস্রুত হইয়া আসিতেছে,এই শরীর ও মন স্বাধীন বা মুক্ত নয়।

যখনই আমরা কোন ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করি, তখনই আমরা উহার দাস হইয়া পড়ি। কেহ আমার নিন্দা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের আকারে আমি প্রতিক্রিয়া করিলাম। ঐ ব্যক্তি যে সামান্য স্পন্দন সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আমি ক্রীতদাসে পরিণত হইলাম। অতএব আমাদের মুক্ত–স্বভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্তুবা অতি দুরাচার ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা মুনি জন্তু বা মানুষ দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। ইহ জীবনেই তাঁহারা আপেক্ষিক নানা দর্শন জয় করিয়া এই একত্ব বা সমদর্শনের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ঈশ্বর শুদ্ধ স্বরূপ, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। যে জ্ঞানী পুরুষ এই রূপ অনুভব করেন, তিনি তো জীবন্ত ঈশ্বর। এই লক্ষ্যের দিকেই আমরা চলিয়াছি, প্রত্যেক উপাসনা–পদ্ধতি, মানব জাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্য লাভ করিবারই প্রচেষ্টা। যে অর্থ চায়, সে মুক্তির জন্যই চেষ্টা করিতেছে– দরিদ্র্যের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ মুক্তিলাভ করাই তাহার অন্তর্নিহিত ভাব।

ফেসবুক বার্তা

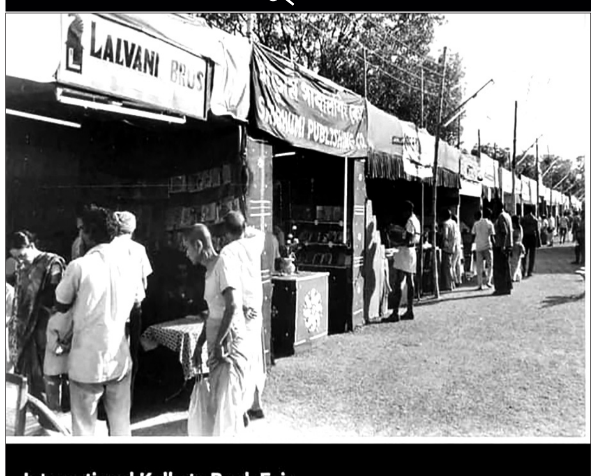

International Kolkata Book Fair
5 MARCH 1976. KOLKATA BOOK FAIR STARTED ITS JOURNEY. THIS IS ONE OF THE OLDEST PICTURE OF THE FAIR AVAILABLE.

গণতন্ত্র চলুক গণতান্ত্রিক পথেই এই আস্থাটা জরুরি

নির্মল গোস্বামী

ভারতবর্ষ উত্তাল। চারিদিকে আন্দোলনে জনজোয়ার। একদিকে সরকার পক্ষ অপরদিকে প্রায় কমবেশি সব বিরোধীরা এক জোট। মোদীর জমানায় অর্থনীতির গঙ্গাযাত্রা পাক্কা প্রায়। একদিকে ছাঁটাই বেকারি অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধি। জনগণের অবস্থা 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'র মতো। বাদী বিবাদী দুপক্ষেরই যুক্তির সারবত্তা আছে। তার জোরেই তারা একে অপরের বিরুদ্ধে কোমর কষছে। অপর পক্ষ বলছে বিরোধীরা সাম্প্রদায়িক শাহ দেশটাকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করছে। অপর পক্ষ বলছে বিরোধীরা সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে ভোটে বাজিমাত করার মতলব করছে। তারা অহেতুক সংখ্যালঘুদের মনে ভয় ঢোকাচ্ছে। রাজনীতির কারবারীরা যারা দোকান খুলে বসেছে তারা কেউই চাইবে না যে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাক। তাই তারা হাতের সামনে যা পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকতে চায়। রাজনীতিকরা মিথ্যা বলে জনসমর্থন দলের অনুকূলে টানার চেষ্টা করবে এটা অনৈতিকও নয় যে আইনিও নয়। তাই তাদের কিছু বলার নেই। তারা তাদের শিঙা ফুঁকবেই। লোক জড়ো হবে কিনা সেটা জনগণের মর্জির উপরই ছাড়তে হবে।

কিন্তু দেশের কিছু বিদগ্ধ জনেরাও সরব হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে। মোদী শাহ হিন্দুত্বের পথে দেশকে নিয়ে যেতে চাইছে। তারা সংবিধানকে মানছেনা। ফ্যাসীবাদী রাজত্ব কায়েম হয়েছে ভারতবর্ষে। দেশের এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর নেই। অতীতের ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ আজ তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত। তার মধ্যে দুটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত। পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকে ইসলামিক রাষ্ট্র। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছিল। কিন্তু দেশের কট্টর পন্থীরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেই বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করে। তখন বহির্বিশ্বে তো চিৎকার চেঁচামেচি হয় নি? ওই দুটি রাষ্ট্র ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়ার জন্য কার কি ক্ষতি হয়েছে? সে নিয়ে তো উচ্চবাচ্চা নেই। ভারতবর্ষের যদি একটা ধর্মীয় পরিচিত হয় তাহলেই একমাত্র পৃথিবী রসাতলে চলে যাবে? পাকিস্তানে, বাংলাদেশে কি অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে না? প্রশ্ন হল ইসলামিক রাষ্ট্রে যদি অন্য ধর্মের মানুষ বসবাস করতে পারে, তাহলে হিন্দুরাষ্ট্রে অন্য ধর্মের লোকেদের বসবাস করতে অসুবিধা হবে কেন?

সারা পৃথিবীতে ৪৫টি ইসলামিক রাষ্ট্র আছে অনেক খ্রিস্টান রাষ্ট্র আছে। ওই সব রাষ্ট্রে কি ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা চালু আছে? ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হলেই ফ্যাসিবাদ কায়েম হবে এ যুক্তি আসে কোথা থেকে? হিন্দু ধর্ম কি পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ধর্ম?

অবিভক্ত ভারত ছিল সবার দেশ। শিখ, জৈন, বুদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান সকলেই মনে করত আমাদের দেশ। কিন্তু সেই ভারত ভাগের সময় মূল প্রশ্ন উঠেছিল মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চাই। সেই দাবি মান্যতা পেল। একখণ্ড হল পাকিস্তান আর এক খন্ড হল হিন্দুস্তান। যদিও লিখিত নয়? কিন্তু সারা বিশ্ব জানে হিন্দুস্তান হিন্দুদের দেশ। সংবিধান রচয়িতারা ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত বলে যায়নি। ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানে নতুন করে 'সেক্যুলার'

শব্দটা সংযোজন করে। তাহলে আমাদের সংবিধানের সংশোধন করে আরও কিছু করা যায়। সংবিধান সংশোধন করে হিন্দুরাষ্ট্রও করা যায়। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেন পারে না। মোদী যেন ভোটে জেতে নি। জিতলেও তা নাকি মিথ্যা ভাঁওতা দিয়ে জেতা তাই মোদীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনও মান্যতা নেই। তাই মোদীর সরকারের সিটিজেন সংশোধন আইন আইন নয়। বিজেপির ৩০৫ জন এম পি যেন এম পি নয়। তারা আইন সভার নির্বাচিত সদস্য তবুও তাদের আইন তৈরি করার অধিকার নেই। রাজ্যসভার সংখ্যরাগরিষ্ঠতা নেই মোদী সরকারের– তবুও সেই রাজ্যসভার অন্য দলের সদস্যরা আইন পাশ করিয়ে দিল কেন?

যদি এই আইন সংবিধান বিরোধী হয় তাহলে রাজ্য সরকার অন্যদলের সদস্যরা একবারে অজ্ঞ বলতে হতো। তাহলে সেই অজ্ঞদের যে দল রাজ্যসভায় সদস্য করে পাঠিয়েছে তারাই আসল কালপ্রিট। কেন তারা এই রকম সদস্যদের রাজ্য সভায় পাঠাল এই প্রশ্ন তো ওঠা স্বাভাবিক।

যারা আইনসভার সদস্য তারা কিছু জানে না কিছু বোঝে না তারা বাকি জনগণের শত্রু। তাহলে এমন সব এম পিদের জনগণ নির্বাচিত করল কেন? তাহলে আসল দোষী হল জনগণ। শাহিনবাগ, পার্কসার্কাস, প্রয়াগরাজের ধর্নাকারীরা দেশের জনগণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুক। তারা দাবি তুলুক আইন প্রণয়নের ভার তাদের হাতেই দেওয়া হোক।

এখানে একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বোঝা প্রয়োজন যে দল তার কর্মসূচি রূপায়ণের জন্যই ক্ষমতা দখল করতে চায়। বিজেপি'র কর্মসূচিতে লুকোছাপা কিছু নেই। দীর্ঘদিন ধরে তারা তাদের কর্মসূচি মানুষকে বুঝিয়েছে। তবেই তারা আজ ২ থেকে ৩.৫ যে পৌঁছতে পেরেছে। নির্বাচনের সময় শাহিনবাগ, পার্কসার্কাস মাঠে নামেনি কেন? তাররা জানত বিজেপি এক দেশ, এক আইন, এক নিশানের কথা বলে। ভারতবর্ষে সব ধর্মের মানুষ বাস করে। যারা নাগরিকদের সমান অধিকার নিয়ে রাস্তায় নামে তারা কেন দাবি তোলেনি 'তিন তালাক শুধু মুসলমানদের থাকবে কেন? খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি, জৈন হিন্দুদের তিন তালাক দেবার অধিকার দিতে হবে? অথচ মোদী সরকার এতো বড় মুসলিম নারীর অপমান যখন দূর করল তখন এই সখ্য সাথীরা বলল তদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে তাদের শ্রমিক শ্রেণির শাসন কায়েম করেছিল। জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের জেরে পশ্চিমবাংলা থেকে শিল্প সব পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র চলে গেল। তখন লোকে কেউ কিছু বলেনি। কারন তারা জানত এটা শ্রমিক শ্রেণির সরকার শ্রমিকদের স্বার্থেই কাজ করবে। আর বিজেপি সরকারে এসে বামফ্রন্ট বা কংগ্রেসের তোষণ নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এটা ভাবা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়।

আগে রাজা বাদশার তলোয়ারের জোরে ক্ষমতা দখল করত। ভারতবর্ষ ৮০০ বছর ইসলাম শাসকদের অধীনে বাস করেছে। ১৯০ বছর ইংরেজ শাসনে বাস করেছে। এখন ভোটই ক্ষমতার উৎস। সেই ভোটের মাধ্যমে যারা ক্ষমতা পেয়েছে তাদের অধীনে বাস করতেই হবে। আবার ভোটে দেখা যাবে। কিন্তু যদি কোনও শাসক সংবিধান লঙ্ঘন করে তবে তার বিচার করবে সুপ্রিম কোর্ট। সেখানে পিটিশন জমা পড়েছে। রায় বের হওয়া পর্যন্ত অবকাশটুকু যারা দিতে চায় না যারা, যারা অহেতুক ট্রেন বাস জ্বালায় যারা পাথর ছোঁড়ে তারাই তো একধরনের অসহিষ্ণুতার পথে চালিত হচ্ছে।

বিজেপি ধর্মীয় বিভাজনের পথে চলছে। হিন্দু–মুসলমান ধর্মীয় বিভাজন কি আজ থেকে শুরু হল? বিবেকানন্দ শিকাগোতে যা বললেন সারা বিশ্ব তা মানল কি? ভারতবাসীও মানল কি? এদেশের মুসলমানরা বিবেকানন্দকে কতটুকু মান্যতা দেয়? রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, গান্ধীজী পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারল না। আর বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের কথায় তারা গলে যাবে? এখনই আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে যে আমাদের আলাদা রাষ্ট্র চাই। যেখানে তাদের ক্ষমতা ছিল কাশ্মীরে পণ্ডিতদের তাড়িয়ে দিল। মসজিদ থেকে ঘোষণা হল পণ্ডিতরা কাশ্মীর ছাড়– নয় তো ইসলাম কবুল কর। এই যে বিভাজনের রাজনীতি এটা কি মোদী শাহ করে দিল? কোনও বুদ্ধিজীবী এই নিয়ে কোনও প্রতিবাদ করেছে বলে শোনা যায় নি। ভারতবর্ষের হিন্দুরা এতো অভাগা যে বিজেপি ছাড়া তাদের পাশে আর কেউ নেই।

বাংলাদেশে, পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা দিন দিন কমছে। আর ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এই ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ একদিন ভারত রাষ্ট্রের পরিচয় পালটে দেবে। সংসদে আসাদুল্লা বলেছেন ভবিষ্যতে নাকি মোদী সরকার হিটলারের ইহুদি নিধনের মতো করে এদেশের মুসলিমদের মারবেন। এবার রাজনীতিতে জ্যোতিষ চর্চা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের প্রাধান্য বোধহয় বাড়বে। তবে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ৩০ শতাংশের বেশি ছাড়ালে আবার যে একবার ভারত ভাগ হবে তা নিশ্চিত। ভাগ না হলেও ইসলামিক ভারতবর্ষ হবে। এই ভবিষ্যত ভাবনা আজ অনেকেই করে। তবে বুদ্ধিমানের কাজ হল ভবিষ্যতের ভবনায় বর্তমানকে জলাঞ্জলি না দেওয়া। গণতন্ত্র গণতন্ত্রের পথেই চলুক এই আস্থাটা অত্যন্ত জরুরি।

এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে

অমিতাভ সেন

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, দেখ শাকের পয়সা যেন মাছে না যায়। নতুন ভারত সম্বন্ধে তাঁর স্বপ্ন ছিল : নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, fer, রাজীব গান্ধি এক সত্য কথা বলে ছিলেন। দিল্লি থেকে এক টাকা পাঠালে গ্রামে পনেরো পয়সা পৌঁছায়; বাকি টাকা খায় বিচোলিয়াঁ। কিন্তু সেই অদ্ভুত প্রাণীটি তার নিজের ঘরেই বসত করে কোত্রেচ্চি সোনিয়া অ্যান্ড কোং– সেই সত্যটা মুখ ফুটে বলার সাহস ছিল না। আজ সরকারি মুন্দ্রা মামলার প্রেক্ষিতে এলআইসি অধিগৃহীত হয়। কেন্দ্র সরকার ৫% (পাঁচ কোটি টাকা) মূলধন লাগায়। সরকারি ছাতার সুরক্ষায় এলআইসির কর্মদক্ষতা কমতে থাকে। কর্মীরা ইউনিয়ন অনুগত হয়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে থাকে। ১৯৯১ সালে অর্থমন্ত্রী মনমোহন প্রধানমন্ত্রী হয়নি। এলআইসি–ও হবে না। সরকারি অংশ দারিত্ব ৫০% এর নিচে নামছে না। বিরোধীরা মিথ্যাচার করছে। তবে ১১টার সময় অফিস গিয়ে গণশক্তি/ জাগো বাংলা ঠোঁটস্থ করে চারটের সময় বাড়ি ফেরা চলবে না। প্রতিটি সংস্থায় Efficiency বাড়াতে হবে। এমনই চেতাবনী দিয়েছেন

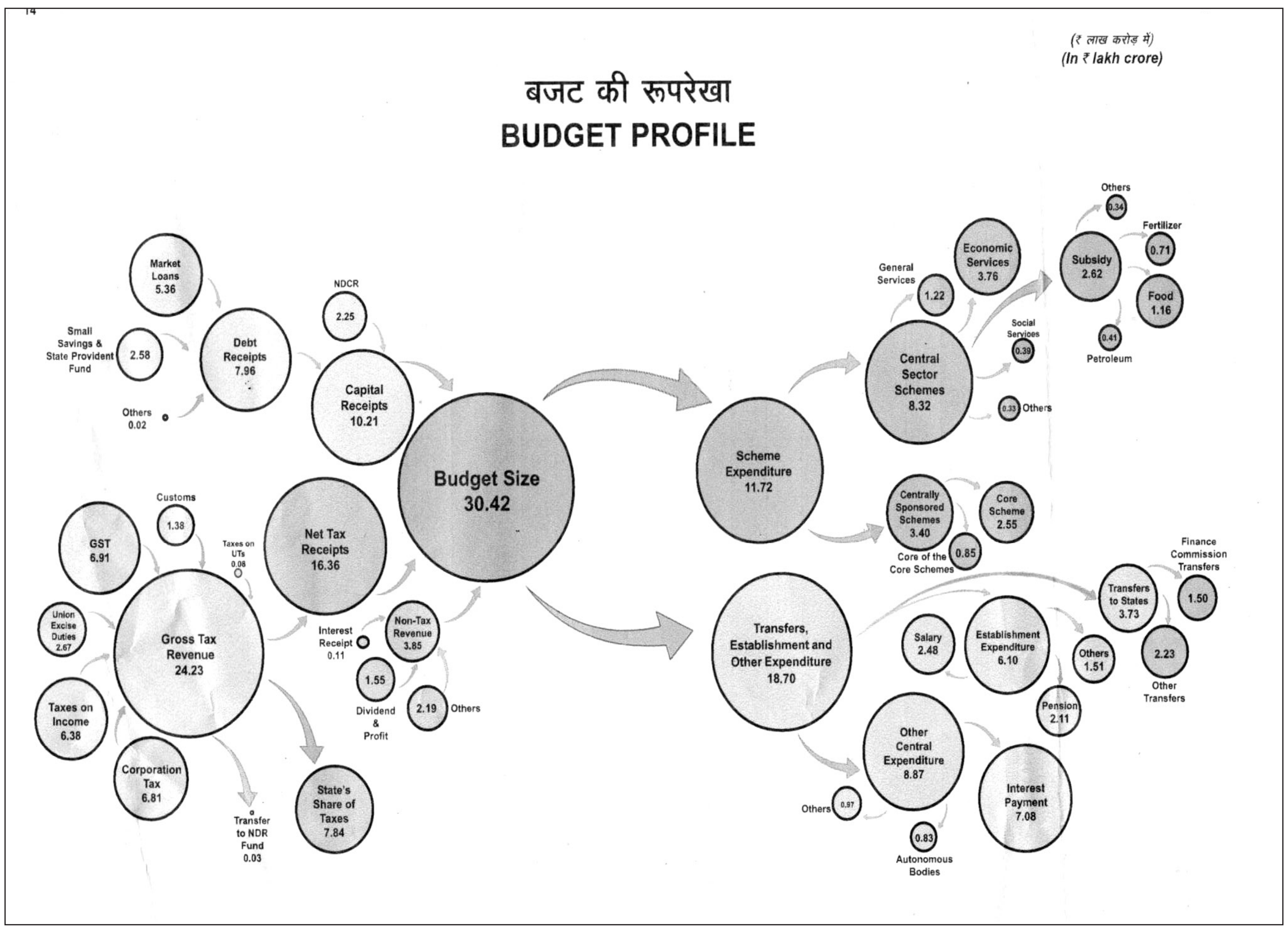

জেলে মালা মুচি মেথরের মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু/চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু/ সাহস বিস্তৃত বক্ষ পট। নরেন্দ্র মোদী সরকার এতাবৎ কাল যতোগুলি বাজেট পেশ করেছেন সবগুলি এই নির্দিষ্ট লক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে নিউ ইন্ডিয়া এক দুর্নীতি মুক্ত সমাজ। ঝোঁক থাকলেও দুর্নীতি করা যাবে না। তাই Direct benefit Trans– কাজে INTER FACE বন্ধ। কলকাতার কোনও caseএ hearing যিনি নিচ্ছেন তিনি হয়ত বসে আছেন চেন্নাইয়ে। সেই সঙ্গে চালু হচ্ছে Tax Payers Charter যারা প্রকৃতই ট্যাক্স দেন তাঁদের সঙ্গে কোনওরকম বদসুলুকি চলবে না। Tax Terrorism–এর অভিযোগ উঠবে না। এটা সত্য নয় যে বিজয় মালিয়া ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়েছে আর মেরে দিয়েছে। সে দেখলো ইউপিএ–এর অর্থ দফতরের চিদু মন্ত্রী নিজেই টাকা লুটছে তখন লোন রিফান্ড করার দরকার কি?

প্রত্যেকটি সরকারি দফতর ও সংস্থাকে পারফর্মিং হতে হবে। ১৯৫৬ সালে হরিদাস নরসিমহা রাও জুটি ডিসইনভেস্টমেন্ট পলিসি প্রণয়ন করেন। বিলগ্নীকরণ ও প্রাইভেটাইজেশন এক কথা । এলআইসির মোট ভান্ডার প্রায় ৩২ লক্ষ কোটি থেকে ৬.৭৫% (২.১ লক্ষ কোট টাকা) PIO এর মাধ্যমে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই যাক এতো দিন পড়ে থাকা unclaimed fund এর এক অংশ। এর আগে ইপিএফও–এর দাবিহীন ২৭০০০ কোটি টাকার ১৫% শেয়ারে লাগানো হয়। ইপিএফ সুদের মাত্রা ব্যাঙ্কে এফডি–র থেকে ১% বেশি। ব্যাঙ্কে–এর শেয়ার মানুষ মার্কেট থেকে কিনতে পারে। ব্যাঙ্ক সরকারি উপক্রমেই রয়ে গেছে। প্রাইভেট Efficient অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারমন। নোবেল লরেট অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : জেএনইউ–তে আমাদের ক্লাসে সবথেকে ভালো ছাত্রী ছিলেন নির্মলা। M. Phil শেষে স্বামীর সঙ্গে লন্ডনে চলে যান। স্বামী School of Economicsএ PhD করেন, নির্মলা চাকরি। গত কয়েক মাস প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। প্রতিটি প্রান্তে ঘুরে জানকার মানুষদের পরামর্শ শুনেছেন। তার ফলশ্রুতি বাজেট ২০২০–২১। এই কর্মকাণ্ডের একটা Pictorial Flowsheet মনোজ্ঞ পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। শরীর জুতের থাকলে পরবর্তী সংখ্যায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

পাঠকের কলমে

সব কাউন্সিলর এমন হোক

ভোট গুরু বিধান দিয়েছেন যে শাসক দলের (মা মাটি মানুষের সরকার) সমস্ত কাউন্সিলররা দামী পোশাক পরবে না, দামি গাড়ি চড়বেন না, দামি দামি গহনা পরবেন না। আমার মতে শাসকদলের সমস্ত কাউন্সিলর দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের সঙ্গে মার্জিত ভদ্র ব্যবহার করুন। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলুন, দেখা হলে কুশল বিনিময় করুন। কাউন্সিলরদের আশে পাশে যে সমস্ত ছোট নেতা কর্মীরা চলাফেরা করেন, এক কথায় কাউন্সিলরদের আশীর্বাদের হাত যাদের মাথায় আছে এবং সত্যি সত্যি যারা দলকে ভালোবাসেন তাদের ব্যবহার, পোশাক পরিচ্ছদ ভদ্র মার্জিত হোক। পার্টি অফিসে বা কাউন্সিলর অফিসে যাহারা বসেন বিভিন্ন কাজের জন্য আসা মানুষদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন যে কাজটা পারবেন সেই কাজটা করে দিন। না পারলে সরাসরি বলে দিন আপনি পারবেন না। অযথা মানুষকে হয়রানি করবেন না, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প পাওয়ার জন্য মানুষ পার্টি অফিসে বা ওয়ার্ড অফিসে আসেন। তাদের রঙ, দল না দেখে পারলে উপকার করুন। যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী, খাদ্যসাথী, সবুজ সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি শ্যামল কুমার সাহা দীর্ঘদিন চেতলার প্যায়ারী মোহন রায় রোডের বাসিন্দা। আমি এবং আমার পরিবার দীর্ঘদিন বামপন্থী সমর্থক দরদী কর্মী।

অনেক বাম কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। চেতলার অনেকেই আমাকে বাম কর্মী হিসাবে চেনে, সেই রকম অনেক তৃণমূল কর্মী ও নেতারা আমাকে বাম সমর্থক হিসাবে চেনে। গত ১১/১২/২০১৯ আমার ভাইঝির বিবাহ ছিল, সেই কারণে আমি ৮২ ওয়ার্ডের মাধ্যমে একটি রূপশ্রী প্রকল্পে আবেদন করি এবং যথারীতি তা সময়ের মধ্যে পেয়েও গেছি। জনাব ফিরহাদ হাকিমের (বর্তমানে উনি কলকাতার মেয়র পশ্চিমবঙ্গের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং ৮২ ওয়ার্ডের পুরপিতা) এবং ৮২ ওয়ার্ড অফিসের সমস্ত কর্মী বন্ধুর চেষ্টায় এই কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে, এর জন্য কাউকে একটাকাও কাটমানি দিতে হয় নি বা কোনও দিন তৃণমূলের কোনও মিটিং মিছিলে যেতে বাধ্য করেনি কেউ। এর থেকে প্রমাণ হয় ফিরহাদ হাকিম দল রং না দেখে কাজ করেন। তাতে আমার মনে হয় সকল কাউন্সিলরের উচিত ওনাকে আইকন করে কাজ করে যাওয়া।

শ্যামল কুমার সাহা, চেতলা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ জানুয়ারি দুবরাজপুর সারদা ফুটবল ময়দান থেকে এনআরসি,সিএএ–র সমর্থনে অভিনন্দনযাত্রা করে বিজেপি। পরে সভায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন দুবরাজপুর শহর তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি প্রভাত চ্যাটার্জী। রাজ্য সম্পাদক রীতেশ তেওয়ারী,জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল,দুই প্রাক্তন জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায় ও দুধকুমার মন্ডল সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলো। ২৮ জানুয়ারি তারাপীঠে বিজেপির অভিনন্দনযাত্রায় বিজেপিতে যোগ দেয় যুব তৃণমূল আহ্বায়ক তারক চট্টোপাধ্যায় সহ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। ৩০ জানুয়ারি রাত্রে তারাপীঠ থানার ওসি প্রসেনজিৎ দত্তকে পুলিশলাইনে ক্লোজ করা হয় যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। দুটি অভিনন্দনযাত্রায় জনসমাগম দেখে পুরসভা ভোটের আগে উজ্জীবিত বীরভূম বিজেপি।

শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে বীরভূম

অভীক মিত্র : মাঘ মাসের ২০ তারিখ পেরিয়ে গেলেও ঠান্ডার সঙ্গে শৈত্যপ্রবাহের দাপটে কাপছে বীরভূম জেলা। শৈত্যপ্রবাহের প্রকোপে সন্ধ্যার পর থেকে রাস্তাঘাট প্রায় শুনশান হয়ে যাচ্ছে। শীতের হিমেল মিঠা রৌদ্রে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চলছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিদ্যালয়গুলিতে চলছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে হেতমপুর গ্রামে বসেছে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মেলা। ২৮ জানুয়ারী রাত্র থেকে শুরু হয় বৃষ্টি। ৩০ জানুয়ারি সকাল নয়টা থেকে চিনপাই সহ জেলার বিভিন্নপ্রান্তে হয় বৃষ্টি।

শিক্ষকসমিতির কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার দুপুরে সিউড়ি ডিআরডিসি হলে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির বীরভূম জেলার বর্ধিত কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হলো। উচ্চমাধ্যমিক, জুনিয়ার, মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের সমস্যার কথা শোনা হয়। জুনিয়ার বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক সঙ্কটের কথা উঠে আসে। ব্লক অনুযায়ী শিক্ষক সংগঠনের ব্লক সভাপতিদের কাছ থেকে সংগঠনের কাজকর্ম প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির বীরভূম জেলা সভাপতি ড. প্রলয় নায়েক সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

চেকপোস্ট ভাঙচুর গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহম্মদবাজারের গৌরনগরে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের চেকপোস্ট ভাঙচুরের ঘটনায় মহম্মদবাজার মন্ডল বিজেপি সন্তোষ ভান্ডারী সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতদের সিউড়ি আদালতে তোলা হলে চারদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

বিস্ফোরণে উড়ল হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : লেব্রা গ্রামে সোমবার পুকুরের পাড়ে ফাঁকা মাঠে বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে হাতের কবজি থেকে পুরোটাই উড়ে গেলো তৃণমূল বুথ সভাপতি শেখ মুস্তাফা ওরফে বাপির। জখম হয়েছে তিনজন। মঙ্গলবার পাড়ুইয়ে অভিনন্দনযাত্রায় রাহুল সিনহা,মফুজা খাতুনের উপস্থিত থাকার কথা ছিলো কিন্তু পুলিশের অনুমতি না মেলায় অভিনন্দনযাত্রা বাতিল করে বিজেপি। অভিনন্দনযাত্রা ভন্ডুল করার জন্য বোম বাঁধছিলো তৃণমূল অভিযোগ বিজেপির।

রজত জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৯৫ সালে ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ‘দুবরাজপুর নাগরিক সমিতি’র উদ্যোগে গড়ে উঠে দুবরাজপুর সত্যানন্দ শিশুভারতী নামে একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গত ২৭ জানুয়ারি দুবরাজপুর সত্যানন্দ শিশুভারতী বিদ্যালয়ে রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হলো। রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। মধুরিমা মিশ্র স্মরণে নির্মিত নতুন ভবনের যৌথ উদ্বোধন করেন দুবরাজপুর ব্লকের বিডিও অনিরুদ্ধ রায় এবং দুবরাজপুর পৌরসভার প্রাক্তন পুরপতি পীযূষ পান্ডে। আবৃত্তি করে প্রাক্তন ছাত্র সত্যজিৎ পাল। অনুস্কা চ্যাটাজী এবং শ্রীতমা দাসের গান অনুষ্ঠানকে অন্যমাত্রায় পৌছে দেয়। আলোক ঘোষ দস্তিদারের নির্দেশনায় ছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করে। আবৃত্তি করে দর্শকদের মন জয় করে নেয় খুদে ছাত্রী দেবলীনা ঘোষ। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। ‘দুবরাজপুর নাগরিক সমিতি’র সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক শ্যামাপ্রসাদ মিশ্র,জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিজনবিহারী দে,হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ গৌতম চ্যাটার্জী,সাংবাদিক আল আফতাব,দুবরাজপুর ব্লকের বিডিও অনিরুদ্ধ রায়,দুবরাজপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি পীযূষ পান্ডে সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

আতঙ্ক সরানোই শাসক দলের চ্যালেঞ্জ

প্রথম পাতার পর

সেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের নেতারা উপস্থিত থাকবেন। প্রার্থী বাছাই চলছে। সেখানে যার জেতার সম্ভবনা আছে সেখানে তাকেই দাঁড় করানো হবে। তিনটি পুরসভাতেই সব ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী দেবে। বিজেপির মূল ইস্যু থাকছে শাসকদলের দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস। সেই সঙ্গে সিএএ’র সুফল বোঝাতে বিজেপি ডোর টু ডোর প্রচার চালাবে। উমেশবাবু সাফ জানালেন মানুষ যদি নিজের ভোট নিজে দিতে পারে, তাহলে তিনটি পুরসভাই বিজেপি দখল করবে। কারণ মানুষ শাসকদলের দুর্নীতি, তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচার গুন্ডামী এবং পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা দেখে বিরক্ত। নরেন্দ্র মোদীর জনকল্যাণমূলক পরিষেবা ও দেশ প্রেম দেখে মুগ্ধ, আপ্লুত তাই আমরা এবার তিনটি পুর বোর্ডই জয় করব বলে আশা রাখি।

তবে সূত্রের খবর ডায়মন্ড হারবার পুরসভা এলাকায় বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে চিন্তিত বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ হস্তক্ষেপ করতে চলেছেন। অন্যদিকে বজবজ পুরসভা এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও প্রকট হয়েছে। অনেক আগেই সংরক্ষিত হওয়ায় নতুন মুখ আসার সম্ভবনায় প্রবল। সম্প্রতি বজবজ বিধানসভায় তৃণমূলের পর্যবেক্ষক শ্রীমন্ত বৈদ্য প্রয়াত হওয়ায় তৃণমূলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারণ সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর আশীর্বাদ ধন্য এই দাপুটে নেতার ওপরই বজবজ পুরসভা নির্বাচনের মূল দায়িত্ব ছিল। এখন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী কার ওপর দায়িত্ব দেন সেটাই দেখার। তবে তৃণমূলের জেলার এক নেতা বলেন, তৃণমূল পরিচালিত বজবজ পুরবোর্ডের উন্নয়নই আবার বজবজে তৃণমূলকে ফিরিয়ে আনবে। সূত্রের খবর জেলার এই তিনটি পুরসভা নির্বাচনের মূল দায়িত্ব সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী নিজেই করবেন, কারণ তিনটি পুরসভাই তাঁর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত।

মালদায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই রেল লাইন পারাপার নিত্যযাত্রীদের

বান্টি চক্রবর্তী, মালদা: রথবাড়ি রেল গেটে সাবওয়ে তৈরির কাজ চলছে বিগত ২৬ জানুয়ারি থেকেই। রেলগেট বন্ধ থাকায় মানুষ পার্শ্ববর্তী দিক দিয়ে খোলা রেল গেটের উপর প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই রেল লাইন পারাপার হচ্ছেন দৈনন্দিন। মালদা শহরের এই রেলগেটের এলাকাটি ব্যস্ততম রাস্তা হওয়ায় প্রায়দিনই যানজট লেগেই থাকে এই রেল গেট সংলগ্ন এলাকায়। শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে ব্যবসায়িক ও নানা রকম কাজে মানুষ মালদা শহরে আসে এই রাস্তা দিয়ে এবং রেল গেটের ওপারের এবং এপারের সাধারণ মানুষ জনের ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখেও পরতে হচ্ছে মানুষ জনকে। জানা যাচ্ছে প্রায় ১ বছর ও তার বেশি সময় লেগে যেতে পারে এই সাবওয়ে নির্মাণের কাজ শেষ হতে। কাজের গতি যথেষ্টই মন্থর বলে মনে করছেন স্থানীয় মানুষজন। রাস্তাটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাতায়াতের সমস্যা বেড়েছে স্থানীয়দের ও নিত্য যাত্রীদের। এছাড়াও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এবং দোকানগুলোর ব্যবসাও ক্ষতির মুখে পড়েছে।

তাদের মতে সাব ওয়ে তৈরির কাজ খুব মন্থর ভাবে এগোচ্ছে। ঠিক কতদিন লাগতে পারে এই সাবওয়ে নির্মাণের কাজ সে ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এই নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে মানুষ দৈনন্দিন যানজট এর হাত থেকে রক্ষা পাবেন বলে মনে করছেন অনেকেই। স্থানীয় ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখিন হলেও আস্থা রাখছেন যে পরবর্তীতে নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে মালদাবাসি যানজট থেকে কিছুটা রেহাই পাবে এবং বিপদের আশঙ্কাও কমে যাবে অনেকটাই।

তবে ব্যাপক রিগিংয়ের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ঐতিহাসিক জনসভা করে গেলেন। এদিনে জনসভায় দেখা গেল তৃণমূল নেত্রী থেকে শুরু করে সকলের গলায় লাল গামছা। মূলত এই সমাবেশ সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে হলেও বনগাঁ পুর নির্বাচনই যে নেত্রীর প্রধান লক্ষ্য এ বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একমত। পাশাপাশি মতুয়া ভোটকে টানার জন্যই লাল গামছার অবতরণ বলেও মনে করেন তারা। বিশ্লেষকগণ এমনও বলেন, কাটমানি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন দুর্নীতির কারণে নেত্রী স্থানীয় নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখতে না পেরে গোপাল শেঠের উপর গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে যান। পাশাপাশি নির্বাচনে তিনিই যে প্রধান মুখ, একথাও মনে করিয়ে দেন সবাইকে। তবে উন্নয়ন নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে কোনও সংশয় নেই। যশোর রোডের সংকীর্ণতার কারণে যানজট নিত্যসঙ্গী হলেও এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে যথেষ্ট।

বিশ্লেষকদের মতে, এক কথায় বনগাঁ পুরসভা এলাকাটি এই পুরসভার অধীন। এ কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার পণ্যবাহী ট্রাকের যাতায়াত এখানে। যার পার্কিং ফি থেকে পুরসভার দৈনিক আয় হয় প্রায় ৪–৫ লক্ষ টাকা। তাই সরকার টাকা না দিলেও পুরসভার কিছু যায় আসে না। এলাকার উন্নয়ন ও আসন্ন পুর নির্বাচন প্রসঙ্গে বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্য বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা নিয়ে আমরা যেভাবে উন্নয়ন করছি, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। আর আগামী পুর নির্বাচনে সাধারণ মানুষের রায় যে আমাদের পক্ষেই যাবে, তা এদিনের সমাবেশ থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর এবারে বিজেপির জমানতই বাজেয়াপ্ত হবে।’ এ প্রসঙ্গে বিজেপির স্থানীয় অন্যতম নেতা দুলাল বর বলেন, ‘লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারীতে। কিন্তু পুর নির্বাচন তো রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানে হবে। তাই ভোট লুঠ বা রিগিং হওয়ার আশঙ্কা ব্যাপক।

গতবার পুর নির্বাচনেও তা হয়েছিল। এবার যদি এটাকে রোখা যায় তবে বিজেপি যে বনগাঁ পুর বোর্ড দখল করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে যেহেতু রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানে এই ভোট হবে, তাই রিগিং আটকানো একপ্রকার অসম্ভব এটা ধরেই নেওয়া যায়। সাধারণ মানুষ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দান করতে পারে, তাহলে চাকা ঘুরে যাবেই।’

কাটোয়ায় আনন্দ নিকেতন গ্রামীণ মেলায় মানুষের ঢল

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার খাজুরডিহিতে ছয়দিনব্যাপী জমজমাট আনন্দ নিকেতন গ্রামীণ মেলা সম্পন্ন হল। ৩১ জানুয়ারি এবারের ১৩ তম এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি সম্মানে ভূষিত প্রাক্তন শিক্ষক তথা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস নাগ, প্রখ্যাত সমাজসেবী ডাঃ হরমোহন সিনহা সহ বিশিষ্টজনেরা।

কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ হরমোহন সিনহা প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ কেয়ার সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র আনন্দ নিকেতনে প্রতি বছরই ৩১ জানুয়ারি গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা হয়। মূলত ডাঃ সিনহার উদ্যোগে এবং আরও এক বিশিষ্ট চিকিৎসক অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের উসাহে আনন্দ নিকেতন গ্রামীণ মেলার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে উসাহী অনেকেই সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসায় এই মেলা ক্রমশ জমে ওঠে। এবারে ছয়দিন ব্যাপী মেলায় নাচ, গান সহ প্রতি সন্ধ্যায় যাত্রাপালার দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। তাছাড়াও মেলায় হরেক কিসিমের দোকানপাটে বিকিকিনি, নাগরদোলার মজা তো ছিলই। সেবামূলক এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মকর্তা সুভাশিস সিনহা বলেন, ডাঃ হরমোহন সিনহার উদ্যোগে এই মেলার সূচনা হয়েছিল। সূচনালগ্ন থেকেই কাটোয়ার করুই গ্রামের সুসন্তান বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা যাত্রাশিল্প অনুরাগী অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় এই মেলার অগ্রগতির জন্য নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গত ১৮ জানুয়ারি ডাঃ অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়েই এবারের ১৩ তম আনন্দ নিকেতন গ্রামীণ মেলা শুরু হয়েছিল।

সৌজন্যের নতুন গুগলি রাজ্যপালের

প্রথম পাতার পর

বক্তৃতা শেষ করার পর রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী এবং অনুরোধ করেন এক কাপ চা খেয়ে যাওয়ার জন্য। অনুরোধ ফেরাননি রাজ্যপাল। স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায়ের ঘরে বসে চা চক্র। অধ্যক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের চা চক্র চলে প্রায় কুড়ি মিনিট। সঙ্গে নির্ভেজাল হাসি মজা। এই ছবিটি বিধানসভায় বর্তমান রাজ্যপালের সঙ্গে প্রশাসনের এই সৌজন্যের ছবিটি নজিরবিহীন। গতবছর ৩০ জুলাই রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকেই প্রায় প্রতিদিনই নবান্নের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত লেগেই রয়েছে। এমনকি প্রথমবার যেদিন বিধানসভা এসেছিলেন রাজ্যপাল সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রবেশ করেছিলেন বিধানসভার কক্ষে। সেই ছবিটি শুক্রবার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে বদলে গেল। সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নে মিটে যাওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠমহলে বলেছেন শান্তি শান্তি। রাজ্যপাল ও পরে টুইট করে সংবিধানের যৌথ দায়িত্বের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন।

চলতি বিধানসভার প্রথম দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, রাজভবন নবান্ন ম্যাচে রাজ্যপাল সাংবিধানিক দায়িত্বের অপব্যবহার না করে রাজ্যসরকারের দিকে যে গুগলি ছুঁড়েছেন তা কিভাবে রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীরা সামলান সেটাই আগামী দিনের সবচেয়ে আলোচনার বিষয় হতে চলেছে। এর আগেও রাজ্যসরকারের তীব্র সমালোচনা করার পাশাপাশি সৌজন্যতার অভাব রাখেননি জগদীপ ধনখড়। তার পরেও রাজ্য মন্ত্রিসভার তাবড় সদস্যরা তাঁকে বিঁধতে ছাড়েননি। ফলে রাজ্যপাল ইস্যুতে ইতিমধ্যেই অনেকটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। এবার দ্বিতীয় বল ছুঁড়েছেন জগদীপ ধনখড়। এর পরেও এই বল যদি অসৌজন্যতার ব্যাটে খেলার চেষ্টা হয় তাহলে বোল্ড হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

নমুনা না মিললেও সতর্ক স্বাস্থ্য দফতর

প্রথম পাতার পর

ওই বাজারের সামুদ্রিক মাছ, মুরগি, ভেড়া শূকর, শিয়াল, ইঁদুর, বাদুড়, সাপ এবং খরগোশ সহ বন্যপ্রাণী বিক্রি করা হয়। ভাইরাসটি একজনে মানুষের দেহ থেকে আরেকজন মানুষের দেহে দ্রুত ছড়ায়। সাধারণত ফ্লু বা ঠাণ্ডা লাগার মতো করেই হাঁচি কাশির মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ায়। এই ভাইরাস মোকাবিলায় অ্যান্টি বায়োটিক কাজ করে না। ক্যান্সার, কিডনি বা লিভার আক্রান্তদের জন্য এটা মারণঘাতী। এই করোনা ভাইরাস প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখার্জী বলেন, এখনও স্বাস্থ্য দফতর এ ব্যাপারে কোনও নির্দেশ পাঠায়নি।

প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গে এখনও করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সন্ধান মেলেনি। বুধবার রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অজয় চক্রবর্তী বলেন, এখনও পর্যন্ত কারও রক্তের করোনা ভাইরাসের নমুনা পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে যে, কলকাতা ও বাগডোগরা বিমান বন্দরে ১০ হাজার ৩০২ জন যাত্রীকে পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু কারও ক্ষেত্রেই করোনা ভাইরাসের নমুনা মেলেনি। রাজ্যের ১১টি জেলায় ৫০ জনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বা প্রশ্নের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে ২৪ ঘন্টা সাতদিন কলসেন্টারের দুটি নম্বর দেওয়া হয়েছে – ১৮০০৩১৩৪৪৪২২২ এবং ০৩৩২৩৪১২৬০০।

টাকা নেই, হাত তুলে দিল পুরবোর্ড

প্রথম পাতার পর

এই হাউস ফর অল প্রকল্পে কাজগুলি পর্যায়ক্রমে চলবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এদিন। কিন্তু শহরের ওয়ার্ড গুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পানীয় জল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পুর প্রধান সাফ জানিয়ে দেন, টাকার অভাবে এই কাজ কোনওভাবেই করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ পুর নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে শহরের নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরসভা যে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ, তা পুর বোর্ডের এই আচরণে এদিন তা আরো একবার স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন, তাদের আশা ছিল পুরসভা নির্বাচনের আগে অন্তত সংশ্লিষ্ট এই পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজগুলি সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু তা নিয়ে কোনও মাথা ব্যথাই নেই তৃণমূল পরিচালিত এই পুরবোর্ডের বলে জানান তিনি। এছাড়াও এদিনের এই সভার এজেন্ডাগুলির মধ্যে এনআরসির বিরুদ্ধে অর্থাৎ কোচবিহার শহরে কোনভাবেই এনআরসি লাগু করা যাবে না এই সম্পর্কিত আরও একটি এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করেন বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি বলে জানান মহানন্দ সাহা। তার এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এই সভাতে বলে এদিন জানান মহানন্দ সাহা। তিনি বলেন, শহরে এনআরসির কোন কাজ করতে দেবেন না তারা। এই শহরের ওয়ার্ড গুলির কোনও কাউন্সিলর সহযোগিতা করবেন না এই কাজ করতে আসা কর্মীদের। এছাড়াও পুরসভার কর্মীরা এই কাজে সহায়তা করবে না, যেহেতু এদিনের সভায় এই প্রস্তাব পাস করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শহরের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে গিয়ে তারা অনুরোধ করবেন যাতে তারা এই কাজ করতে আসা কর্মীদের কোন কাগজ না দেখায় এবং কোন স্বাক্ষর না করেন। পরিশেষে মহানন্দ সাহা বলেন, শহরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পুরসভার এই আচরণে চূড়ান্ত বিরোধিতা করে এবং শহরের উন্নয়নের কাজ যাতে স্তব্ধ না হয়, সে বিষয়ে জেলাশাসককে লিখিত ভাবে দাবি জানাবেন তারা।

কালাধান্ধায় মৃত্যু মিছিল

প্রথম পাতার পর

তাতে ঝাঁকঝাঁক মরা মাছ ছড়িয়ে–ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। বারবার এই এলাকায় কেন ধস নামে ? এই প্রশ্নের জবাবে অনেকে অনেক রকম কথা বলে থাকেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা তা হল মাটির নিচের অংশ ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাওয়া। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত কয়লা কেটে নেওয়ার ফলে মাটির নিচের অংশ ফাঁকা হয়ে গেছে। এটা বেআইনি কয়লাখনিতে ঘটেছে –এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। সরকারি খনির ক্ষেত্রেও এই সমস্যা রয়েছে বেশ ভালোভাবেই। কারণ ইসিএলের খনি গুলির ক্ষেত্রে নিয়ম হলো কয়লা কেটে তা তুলে নেওয়ার কাজ দীর্ঘদিন ধরে চলার পর যখন কোনও খনিতে কয়লার সঞ্চয় শেষ হয়ে আসে । বাণিজ্যিকভাবে যখন আর ওই খনি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া লাভজনক থাকে না। তখন সেই খনি পরিতক্ত্য ঘোষণা করার পর তা ভরাট করে দেওয়া।

জল, বালি দিয়ে এইসব খনি ভরাট করার কাজ করার কথা। খনির পরিভাষায় এর নাম ফিলিং। এই নিয়ম কিন্তু বেশিরভাগ সময় মানা হয় না। আর তার ফলেই ঘটিকায় বিপত্তি। নামে ধস। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়।

ইসিএলের সদর দপ্তর যেখানে সেই কুলটি থানার শাঁকতোড়িয়া এলাকায় মৃত্যু হয়েছিল ১৯ বছরের তরতাজা হেনা খাতুন নামে এক কিশোরীর। এমন মৃত্যু সচরাচর দেখা যায় না। আচমকা ধস নেমে ছিলো তাদের বাড়ির উঠোনে। সেই সময় নিজের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলেন হেনা। বুঝতে পারেননি কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে। বুঝতে পারেননি তার আশেপাশে থাকা বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও। সবার চোখের সামনেই হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে বসে যায় উঠোনের মাটি। বিরাট গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে মাটির নিচে তলিয়ে যান হেনা খাতুন। পরের দিন উদ্ধার করা হয় ওই তরুণীর মৃতদেহ। মাটির নিচের আগুনে ঝলসে গিয়েছিল দেহটি। এমন ঘটনা বিরল হলেও, ধস নেমে মৃত্যুর ঘটনা আসানসোল– রানিগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলে একেবারেই নতুন কোনো ব্যাপার নয়। ঠিক কবে থেকে যে ঘটে চলেছে এসব ঘটনা আর তাতে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে আজ পর্যন্ত তার সঠিক

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF FORESTS
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER
24-PARGANAS (SOUTH) DIVISION
Tele & Fax 91(033) 2479-9032
Email-dfo24pgss.fd-wb@gov.i n

Bonafied Contractors eligible for participating are requested to visit the Office of the undersigned from 06.02.2020 to14.02.2020 regarding Tender Notice Nos :

1. 65/Flux Tower/2019-20 regarding Different Works at Ajmalmari 8 under Raidighi Range under 24-Parganas (South) Division.
2. 66/Flux Tower/2019-20 regarding Different Works at Ajmalmari 8 under Raidighi Range under 24-Parganas (South) Division.
3. 67/Flux Tower/2019-20 regarding Different Works at Ajmalmari 8 under Raidighi Range under 24-Parganas (South) Division.
4. 68/Repairing of Banahanshi/2019-20 regarding Repairing of Banahanshi Launch under Raidighi Range under 24-Parganas (South) Division.
5. 69/Renovation of Banahanshi/2019-20 regarding Renovation of Banahanshi Launch under Raidighi Range under 24-Parganas (South) Division.
6. 70/Supply of Accessories and Painting of Banahanshi/2019-20 regarding Supply of Accessories and Painting of Banahanshi Launch under Raidighi Range under 24 Parganas (South) Division.
7. 71/Repairing of Bonoja/2019-20 regarding Repairing of Bonoja Boat under Ramganga Range under 24-Parganas (South) Division.
8. 72/Renovation of Bonoja/2019-20 regarding Renovation of Bonoja Boat under Ramganga Range under 24-Parganas (South) Division.
9. 73/4 Cyllinder Engine/2019-20 regarding Supply of 4 Cyllinder Engine under Namkhana Range under 24-Parganas (South) Division.
10. WBFOR/24PGSS/NIT74e/Tubewell/Flux Tower/2019-20 regarding sinking of Deep Tubewell at Ajmalmari 8 under Raidighi Range under 24-Parganas (South) Division.
11. 75/Repairing & Renovation of Sarengmiya/2019-20 regarding Repairing & Renovaton of Sarengmiya Launch under Raidighi Range under 24-Parganas (South) Division.

Sd/-
Divisional Forest Officer
24-Parganas (South) Division

৩৬৫/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা তারিখ : ০৫/০২/২০

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF FORESTS
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER
24-PARGANAS (SOUTH) DIVISION
Tele & Fax 91(033) 2479-9032
Email-dfo24pgss.fd-wb@gov.in

Bonafied Contractors eligible for participating are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in regarding Tender Notice Nos :

1. WBFOR/24PGSS/NIT75e/Tubewell/2019-20 regarding sinking of Deep Tubewell at new Beat Office Complex under Baruipur Range under 24- Parganas (South) Division.

sd/-
Divisional Forest Officer
24-Parganas (South) Division

৩৬৬/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা তারিখ : ০৫/০২/২০

মহানগরে

এলবিএসদের নকশায় বাড়ি তৈরির অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকায় সর্বোচ্চ তিন কাঠা জমির মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত নির্মাণ কাজে কলকাতা পুরসংস্থার কোনও অনুমোদনের আর প্রয়োজন নেই। এই মর্মে কলকাতার মহানাগরিক জানিয়েছেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ঠিক কী? বর্তমানে মহিলা সংরক্ষিত ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, বিশেষ করে কলকাতা পুরসংস্থার 'অ্যাডেড এরিয়া'য় (ওয়ার্ড নম্বর : ১০১–১৪৪) যারা দু'কাঠা বা তিন কাঠা জমিতে বাড়ি করছে। সেক্ষেত্রে তাদের প্রথমে যেতে হয় কেএমডিএ–এর কাছে এনওসি আনতে। পরে যেতে হয় কেএমসি–র মিউটেশনের এনওসি আনতে। এই সব করতে গিয়ে এক ব্যক্তি অনেক দিন যাবৎ বিভিন্ন দফতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ২–৩ কাঠা মাপের জমিতে একটা সাধারণ মানুষ যদি বাড়ি করে, তাকে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে বাড়ি করতে হচ্ছে। আবার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছে। এদিকে এতো দীর্ঘ টাইম লাগছে যে, ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে বাড়ি করার ফলে ব্যাঙ্কের কিস্তি শোধ করতে হচ্ছে এবং ঘর ভাড়াও দিতে হচ্ছে। ফলে তাকে 'ডাবল'।

তার ওপর 'ডাবল ট্যাক্সসেশন' হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যই সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২–৩ কাঠা পর্যন্ত জমিতে বাড়ি করার ক্ষেত্রে আর কেএমসি'তে আসতে হবে না। 'লাইসেন্স বিল্ডিং সার্ভেয়ার' (এল বিএস) একটি 'ডিক্লারেশন' দেবে যে, আমি 'কে এমসি বিল্ডিং রুলস্' অনুযায়ী এই ব্যক্তিগত বাড়ি তৈরি'র নকশার অনুমোদন করলাম। যদি কেএমসি ভবিষ্যতে দেখে যে 'বিল্ডিং রুলস ফ্রড' করা হয়েছে, তাহলে আমার 'লাইসেন্স' বাতিল করার অধিকার থাকবে কেএমসি–র। সেক্ষেত্রে আমি 'লাইসেন্স ক্যানসেল' মেনে নেব। অর্থাৎ একজন এলবিএস ড্রাইং করেই যাতে দ্রুততার সঙ্গে কাজটি হয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাপনা। কে এম সি–র বরো আধিকারিকরা পরবর্তীকালে কোনও এক সময় দেখবে যে, এলবিএস যে 'প্ল্যানটা' দিয়েছে সেই অনুযায়ী ওই ব্যক্তি মালিকানার বাড়িটি নির্মাণ হয়েছে কী না। তাহলেই একজন গরিব মানুষ তার বাড়ির প্ল্যানের জন্য একবছর দেড় বছর, অপেক্ষা করতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গেই সে বাড়িটি তৈরি করতে পারবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসংস্থার সর্বোচ্চ নিয়ামক শাখা 'মেয়র পারিষদ বৈঠকে' একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, কলকাতার বিভিন্ন ছোট ছোট জায়গায় বিবিধ নির্মাণের দায় দায়িত্ব এলবিএস–দের হাতে অর্পণ করা হলো।

রেল স্টেশনের খাবার পরীক্ষা

বরুণ মণ্ডল : 'ইস্টার্ন রেলওয়ে'র ইতিহাসে এই প্রথমবার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। 'খাবারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা'র জন্য সেটা ঘটনাস্থলেই খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কলকাতা পুরসংস্থার ব্যবহৃত 'মোবাইল ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি' টি আমরা কেএমসি–র সঙ্গে যুগ্মভাবে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে এনে স্টেশন প্রেমিসেসের ভিতরেই যে 'ফুড এস্ট্যাবলিশমেন্ট'গুলি রয়েছে, তাদের থেকে 'অন দি স্পট' ফুড স্যাম্পেলগুলি কালেকশন করে এই গাড়িতে রাখা মেশিন পত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের প্রেস্টিসাইট, মেটালিক, কালার এই ধরনের দ্রব্যগুলির খুব চটজলদি ব্যবহার করা হয়। এবং যেগুলি শরীরের জন্য ভীষণভাবে ক্ষতিকারক। বিশেষত,

লিভার ড্যামেজ করে। খাবরে অনেক কিছু মেশানো হয়। এগুলি যাতে কম ব্যবহৃত হয়, সেজন্যই এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিকার নেওয়ার জন্যই গত ২৪ জানুয়ারি এই ব্যবস্থাপনার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান 'ইস্টার্ন রেলওয়ে'র জনসংযোগ আধিকারিক। তিনি জানান, এই ধরণের ব্যবস্থাপনা রেলের তরফ থেকে আগামী দিনে রেলের বিভিন্ন বড়ো স্টেশনে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ এটি রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, রেলকে যে ধরণের 'প্যারামিটার' দেওয়া হয়েছে। যে ধরনের জিনিস, যে ধরনের খাবার বা যে ধরনের মশলাপাতি ব্যবহার করার কথা বলা আছে। সেগুলি সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কী না? সেটার জন্যই এই পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা। নজর রাখা। 'অ্যাওয়ারনেস' করা বা দোকানদারদের বোঝানো বা তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এ ধরনের সবক'টা কাজই একসঙ্গে করা হচ্ছে। হলুদ পাউডার, রেড চিলি পাউডার, প্রিপেয়ার ফুল ডাল, অড়হর ডাল, পনিরের সবজি, লাড্ডু, কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল বা ট্রেটা প্যাক এই সমস্ত জিনিসগুলি সবই ঠিক আছে। এখন পর্যন্ত যেগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় কোনও খাবরেই কোনও ক্ষতিকারক কিছু পাওয়া যায় নি। যেগুলি শরীরের পক্ষে অনুপযুক্ত। পরবর্তীকালে 'সারপ্রাইজ ভিজিট' হবে। সেক্ষেত্রেই আরও ভালোভাবে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

বস্তি উন্নয়নে ১ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার বস্তি উন্নয়নের জন্য (কলোনি সহ) পুর বস্তি দফতরের মাধ্যমে কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল, রাস্তা, আলো ইত্যাদি বিষয়ে কাজের জন্য বরাদ্দ করা ওয়ার্ড পিছু এক কোটি টাকার প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিষয়টি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? বাম পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর এই প্রশ্নের উত্তরে পুর বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, মহানাগরিকের নির্দেশানুযায়ী কলকাতা পুর এলাকার বস্তি উন্নয়নের জন্য যে অতিরিক্ত ফান্ড বরাদ্দ হয়েছিল, প্রতিটি বরোর বিভিন্ন ওয়ার্ডে সেই ফান্ডের বিনিময় বেশির ভাগেরই দরপত্র আহ্বানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কাজের আধিপত্যের বিস্তার ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করা হবে।

ইউএএ ফর্ম সরলীকরণ হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টের (এলাকা ভিত্তিক কর আদায়) পূর্বের জটিলতম ফর্মটির সরলীকরণের কাজ কতদূর এগোল। এ বিষয়ে গত ২০ জানুয়ারি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ২০১৭–র ইউএএ–এর ফর্মটিকে (সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম) কলকাতা পুরসংস্থার পক্ষ থেকে সরলীকরণ করেছি। আমি অ্যাসেসমেন্ট ও ট্যাক্স আদায় দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ এবং ওই ফর্ম সরলীকরণ কমিটির সদস্যদের বলেছি, আগে আমি একজন সাধারণ কলকাতা বাসী হিসাবে সরলীকরণ ফর্মটিকে বুঝবো। আর আমি যদি পরিষ্কার রূপে বুঝতে পারি তবেই আমার বসত বাড়ির জন্য ফর্মটি ফিলাপ করে নির্দিষ্ট সইসাবুদ করব। তবেই আমি সাধারণ কলকাতা বাসীর জন্য সরলীকরণ ইউএএ ফর্মটি কলকাতায় ছাড়ব।

এ বিষয়ে কর মূল্যায়ণ দফতরের দায়িত্ব প্রাপ্ত মেয়র পারিষদ উপ মহানাগরিক অতীনবাবু বলেন, ইউএএ–র পূর্বের ফর্মটি ছিল বেশ বড়ো ফর্ম। ফর্মটি ছিল ১২ পাতার। তার ১–৩ নম্বর পাতাগুলি কলকাতার সর্ব শ্রেণির স্থায়ী বাসিন্দাদের পূরণ করতে হতো। এবং সেই সঙ্গে 'সিঙ্গল ইউনিট বিল্ডিং–হার্টে'র জন্য ফর্ম্যাট–'এ'। 'ফ্ল্যাট–অ্যাপার্টমেন্টে'র জন্য ফর্ম্যাট–'বি' এবং 'ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড অ্যান্ড আদার প্রর্পাটি 'র জন্য ফর্ম্যাট–'সি'। বর্তমানে পূর্বের ইউএএ ফর্মটি চারটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি নতুন ফ্ল্যাট কিনবে তার তো এতো এতো তথ্য দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সেই ব্যক্তি কেবল একটি ওয়ান পেজের সিঙ্গল ফর্ম ফিল আপ করলেই যথেষ্ট। সে একটি মোট ১২ পাতার মোটা ফর্ম নিয়ে গাইডেন্স (অ্যানেক্সচার) পড়বে বুঝবে তারপর সে ফর্মটি ফিল আপ করতে পারবে না। কিছুদিন বাদে সেই ব্যক্তি এ বিষয়ে বিরক্ত হয়ে ফর্মটি ফেলে দেবে। এই কারণেই তো ইউএএ পদ্ধতিতে ট্যাক্স আদায় এতো কম হচ্ছে। এবার যার যে ফর্ম প্রয়োজন সে কেবল সে ফর্মটি পূরণ করবে। যার ভ্যাকেন্ট ল্যাণ্ড আছে। সে ভ্যাকেন্ট ল্যান্ডের মিউটেশন করবেন। ট্যাক্স দেবেন। যার ভ্যাকেন্ট ল্যান্ডসহ বসত বাড়ি আছে, তার ফর্ম আলাদা। যার ট্যাঙ্কসহ ল্যান্ড আছে তার ফর্ম আলাদা। যার ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড সহ বাড়ির জন্য চার নম্বর ফর্ম পূরণ করলেই চলবে। এইভাবে যার যে ফর্মটি প্রয়োজন সেভাবে ইউএএ ফর্মটি চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অতীন বাবু আরও বলেন, আমার ধারণা এইভাবে পুরবাসীকে ইউএএ পদ্ধতির বিষয়ে বোঝাতে পারব। পুরবাসীর যে সরলীকৃত ফর্মটি তুলে দেবো, সে সহজেই পূরণ করে জমা করতে পারবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে কলকাতায় সম্পত্তি কর দাতার সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। এর মধ্যে ইউএএ পদ্ধতির আওতায় রয়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ পুরবাসী।

গত ১৮ জানুয়ারি মাদার টেরিসা ইন্টার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আলিপুর বার্তা'র সাংবাদিক নরেন্দ্রনাথ দত্তর হাতে তুলে দিচ্ছেন কমিটির চেয়ারম্যান অ্যান্থনি অরুণ বিশ্বাস, সিটি আইল্যান্ড সতীশ ল্যাকডিয়া সল্টলেক ইজেডসিসি অডিটোরিয়ামে।

ক্যানসার নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা : সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার লেকমলে ক্যানসার সচেতনতাকে সামনে রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারেজারেকশন আয়োজন করেছিল এক মিনি ফেয়ার। উপস্থিত ছিলেন কলকাতার নামকরা ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ও মনোবিদরা। প্রদীপ জালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার পর ছিল ক্যানসার ক্যুইজ। সংস্থার পক্ষ থেকে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত এক শিশুর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় পাঁচ হাজার টাকার চেক। মলে বাজার করতে আসা বহু মানুষ এই উদ্যোগে ভীষণ খুশি। বাড়তি পাওনা হিসাবে তারা ডাক্তারদের কাছ থেকে জেনে নেন কিছু জরুরি পরামর্শ।

মিস শেফালি চলে গেলেন

ড. শঙ্কর ঘোষ : বাংলা নাট্যজগৎ এবং চলচ্চিত্র জগতের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মিস শেফালি প্রয়াত হলেন ৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার। বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলিতে একদা তিনি দাপিয়ে বেরিয়েছেন। 'বিশ্বরূপা' থিয়েটারে 'চৌরঙ্গী', 'আসামী হাজির', 'সাহেব বিবি গোলাম' প্রভৃতি

নাটকে, 'সারকারিনা' মঞ্চে 'সম্রাট ও সুন্দরী' নাটকে, 'রঙমহল' মঞ্চে 'অশ্লীল' নাটকে তাঁর অভিনয় ও নৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। সত্যজিৎ রায়ের দুটি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও 'সীমাবদ্ধ'। সুচিত্রা সেনের শেষ অভিনীত ছবি 'প্রণয় পাশা'তে তিনি নৃত্যশিল্পী। উত্তমকুমারের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। নব্বইয়ের দশকে যাত্রা শিল্পের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নাগেরবাজারের ফ্ল্যাটে গত সেপ্টেম্বর মাসে 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার তরফ থেকে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম। সেই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল পূজা সংখ্যা 'আলিপুর বার্তা'তে। শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বইমেলা শেষ হবে মুজিব শ্রদ্ধায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন হবে ১ বছর ধরে এবং ৭৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলাও বাংলাদেশ ও মুজিবকে নিয়েই তার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে উদযাপিত হবে এবং ৪৪তম অর্থাৎ এ বছরের বইমেলার শেষ দিন ৯ ফেব্রুয়ারি জন্মশত বর্ষে বঙ্গবন্ধু ও সোনার বাংলার স্বপ্নের বাস্তবায়ন শীর্ষক এক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে এসবিআই মিলনায়তন বইমেলা প্রাঙ্গণে বিকাল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, সম্মানীয় অতিথি

হিসাবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্নি নির্বাপন ও জরুরি পরিষেবা এবং বন দফতরের মন্ত্রী সুজিত বসু, সভার সভাপতিত্ব করবেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ডা. আবু হেনা মুস্তাফা কামাল। এছাড়াও উপস্থিত থাকবে বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনার কলকাতা জনাব তৈফিক হাসান, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি জনাব আরিফ হোসেন, কলকাতার পাবলিশার্স এবং বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়, আলোচনা সভার আলোচক হিসাবে চেয়ার অলংকৃত করবেন বাংলাদেশের বাংলা আকাদেমির মহাপরিচালক হাবিবুল্লাহ সিরাজি, পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র, বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর এছাড়াও এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুজিব বছরের প্রাক্কালে কলকাতা এমনভাবেই শ্রদ্ধা জানাবে তাঁকে। ৭ ফেব্রুয়ারি উপ হাইকমিশনের এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান উপ হাইকমিশনার এছাড়াও তাঁরা ঘোষণা করেন জোড়াসাঁকোয় আর কিছু দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ গ্যালারির উপহার দেবে বঙ্গবাসীর জন্য। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলাদেশের যে যোগাযোগ তা ফুটিয়ে তোলা হবে। **ছবি: উৎপল কুমার রায়**

সংখ্যালঘু উন্নয়নে বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি ২০১৯–'২০ অর্থবর্ষে এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কল্পে রাজস্ব থেকে কত টাকা অনুদান পাওয়া গেছে এবং কোন কোন খাতে তা ব্যয় করা হয়েছে? বাম পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর এই প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে অনুদান বাবদ ২০১৯–'২০ অর্থবর্ষে মোট ৭৩,৪৩,৩৩১ টাকা পাওয়া গিয়েছে। এই অর্থবছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যকর শৌচাগার নির্মাণ বাবদ এবং অন্যান্য বাবদ এখন পর্যন্ত ৪,০৪,৫২,১১২ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শরীর নিয়ে কথা

পাঠাতে পারেন প্রশ্ন উত্তর দেবেন অভিজ্ঞ ডাক্তাররা

অল্প অল্প করে বার বার খান সুগারে

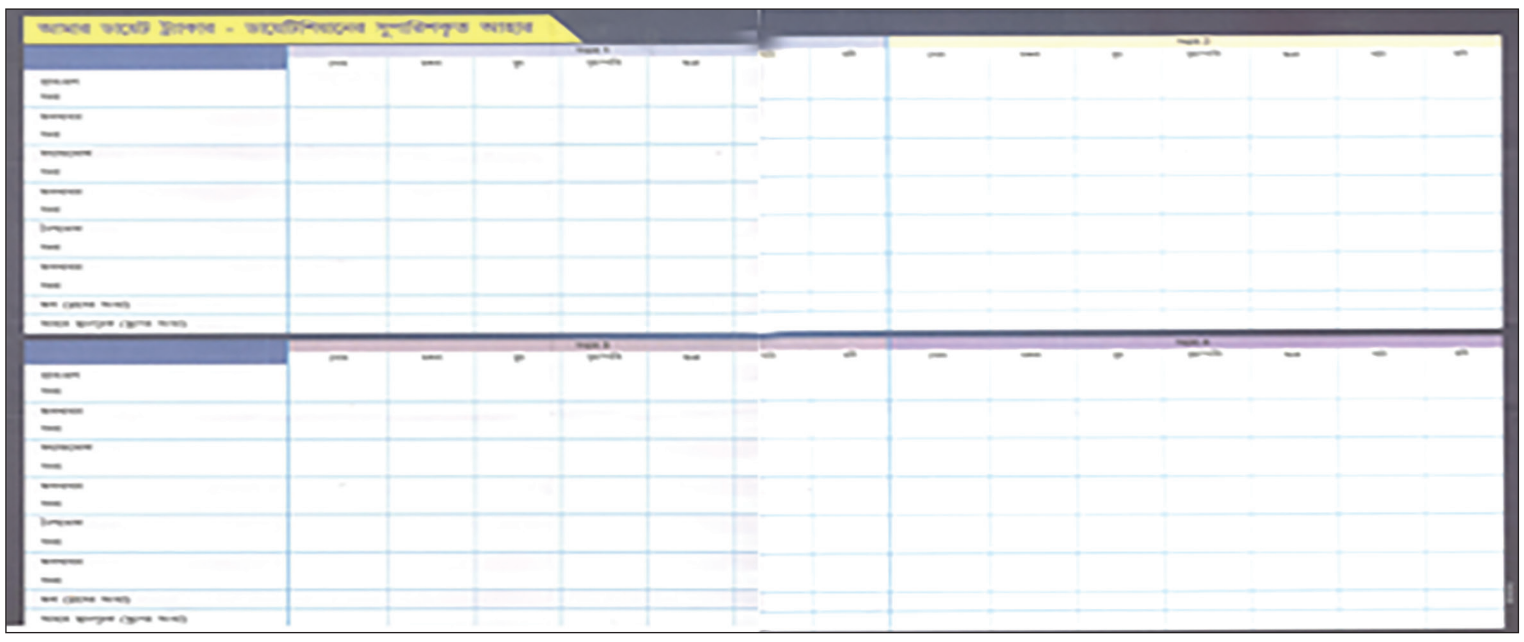

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

হ্যাঁ আমি আপনাদের সব্বাইকে বলছি সুগার হলে ঘাবড়াবেন না; খেতে গেলে অযথা তাড়াহুড়ো করবেন না। তাড়িয়ে তাড়িয়ে খান, খাবারটাকে উপভোগ করুন। অল্প অল্প করে বার বার খান। আর হ্যাঁ সকালের প্রাতরাশটা একদম মিস করবেন না কিন্তু। এই সময় মেটাবলিজমটা একেবারে তরতাজা থাকে। আমাদের দেশে খাবারের সমস্যাটা হলো গিয়ে আমাদের প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজ বা ডিনার সবকিছুতেই শর্করা (Carbohydrate)র আধিক্য। শর্করার পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত। এই যে ইউরোপীয়ানরা কম তেল দিয়ে সাঁতলে অনেকটা সেদ্ধ সেদ্ধ করে পর্যাপ্ত প্রোটিন খায়। আর আমাদের খাদ্যাভ্যাস আর জেনেটিক প্রপেনসিটি (Genetic Propencity) গোদা বাংলায়, আমাদের ডিএনএ মোটেই সুগারের পক্ষে ফেভারেবল নয়। খুব শিগগিরই আমাদের দেশ সারা পৃথিবীর ডায়াবেটি ক্যাপিটাল হলো বলে। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন প্রতি পরিবারেই এখন একজন না একজন ডায়াবেটিক রোগী রয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন এসেই যায়, কিভাবে খাওয়া যায় বলুন তো! আর কিই বা খাওয়া যায়। এই ধরুন না বিকেল বা সন্ধ্যে হলেই অনেকসময় আমাদের পাড়ার দোকান থেকে তেলে ভাজা বা সিঙাড়া খেতে ইচ্ছে করে। সবই মস্তিষ্কের (Satiety Center) খেলা। একটা সামান্য ডিপ ফ্রায়েড সিঙাড়াতে ৪০০ ক্যালরি আছে। নমাসে ছমাসে খাওয়া যেতেই পারে। তার থেকে বড় খিদে পেলে বাদাম ভাজা, অঙ্কুরিত ছোলা, শশার টুকরো সহ মুড়ি মাখা অনেক ভালো।

ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখতে হবে মোট ক্যালরি ইনটেকের ৬০% কম কার্বোহাইড্রেট থাকে যেন। আর বাদ বাকি ২০ শতাংশ প্রোটিন আর ২০% ফ্যাট হলে ভালো হয়। আমাদের দেশে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা ও স্বেতসার জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস হলো গিয়ে চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, চিনি, আলু, ওল ইত্যাদি– এসব থেকেই আসলে আমাদের মূল খাবার ভাত, রুটি, পাউরুটি, মুড়ি, বিস্কুট, লুচি, পরোটা এসব তৈরি হয়। ফলে কলে ছাটা ধান ও Refined ময়দার থেকে ঢেকি ছাটা চাল, যাঁতায় পেশা গম বেশি উপকারি। রিফাইন করা খাদ্য শস্যের খোসায় ভিটামিন, মিনারেলগুলো থাকে না। রিফাইন্ড হওয়ার সময় সেগুলো বেড়িয়ে যায়। খাবারে যত ভূষি (Fiber) থাকবে তত ভালো। তাতে খাবার অন্ত্রে শোষণ হতে সময় বশি লাগে ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাও ধীরে ধীরে বাড়ে।

মাঙ্গলিকী

বাগ দেবীর আরাধনায় নারী

সুমিত দাস : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার রাণাবেলিয়াঘাটা হাই স্কুলে এবছর এক অনন্য সরস্বতী পূজা আয়োজিত হল। এই বিদ্যালয়ে মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের আধিক্য নজরে পড়ে। স্কুলের সব অনুষ্ঠানের মতো সরস্বতী পূজার দায়িত্বও সকলে পালন করে নিষ্ঠার সাথে। কানাইলাল দাস এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করার পর স্কুলের জৌলুস অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। সকল ছাত্র ছাত্রীদের কে তিনি নিজের উদ্যোগে এতো যত্নবান যে ছাত্রছাত্রীদের বাইরে টিউশন পড়ার কোওন প্রয়োজনই হয় না। এবার এই প্রণম্য প্রধান শিক্ষক স্কুলের সরস্বতী পূজা করালেন সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পাশ করা পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক যুবতী সহেলী সরদার কে দিয়ে।

দ্বাদশ উপাচারে নিষ্ঠাভরে আচার মেনেই এবারের পূজা সম্পন্ন হয়। প্রায় ৮৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে স্কুলেই খিচুড়ি খেয়ে এ দিনটা আনন্দে কাটিয়ে দেয়। এক জন যুবতী মেয়ে কে দিয়ে পূজা সম্পন্ন করানোর আগে পর্যন্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ওপর অনেকেই অল্পবিস্তর স্বাভাবিক ভাবেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু প্রায় একরোখা মানসিকতায় সমাজ কে নারীর সমান অধিকারের বিষয়ে বিশেষ বার্তা দিতেই তাঁর এই উদ্যোগ বলেই জানালেন। বিশেষ সাক্ষাতকারে কানাইলাল দাস জানালেন, আজও আমরা নারী সম্মানের যে কথা মুখে বলি তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমারা অত সক্রিয় উদ্যোগ দেখাই না। মেয়ে হয়েও এই সহেলী সরদার অনবরত সংস্কৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে বিশেষ পারদর্শী তাতেই আমি তাঁকে পূজার জন্য প্রাথমিকভাবে মনস্থির করি, পরবর্তীতে যখন জানলাম যে সে পূজার সংস্কৃত নিখুঁত উচ্চারণ বিষয়ে পুরোহিতদের ও বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তখন তাঁকে দিয়েই পূজা করানোর বিষয়ে আর দ্বিতীয়বার ভাবিনি। আমার স্কুলে সংখ্যালঘু ও গরিব ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি, চেষ্টা করি পুঁথিগত বিদ্যার থেকেও প্রকৃত শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে। আর জাতপাত নিয়ে সাম্প্রতিক সমাজে যে ভেদাভেদ চলছে তার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করতে সব সময় চেষ্টা করি।

এ উদ্যোগ তারই একটা প্রচেষ্টা মাত্র। স্কুলের সরস্বতী পূজা নিয়ে সকলের মধ্যে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। পূজার মহিলা পুরোহিত সহেলী সরদার জানালেন, সংস্কৃত বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে আজও এক ভীতি কাজ করে আর সেই ভীতিই দেবদেবী আরাধনায় সকলের যোগদান কে কেমন যেন দূরের করে রেখেছে। কিন্তু আমরা যদি সঠিক পদ্ধতি মেনে ভক্তি ভরে ঈশ্বর আরাধনায় মেতে উঠি তাতেই তো আমাদের সকলের তৃপ্তি। আর এই স্কুলের পূজা করার জন্য আমি আপাত ভাবে কোনও বাধা না পেলেও আশেপাশে শুনেছি যে মেয়ে হয়ে ওসব পুরোহিতের কাজ সম্ভব নয়, কিন্তু সকলের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা আর নিজের ওপর ভরসা করে কাজ তো ঠিক করেই ফেললাম। সমাজের সকল স্তর থেকে মেয়েরা যদি তাদের নিজেদের নিজেদের মতো করে একটু একটু এগিয়ে আসে তাহলে মনে হয় আগামীদিনে আমরা আরও সম্মানজনক সমাজ দেখব। একটি গ্রামের স্কুল হিসাবে রাণাবেলিয়াঘাটা হাই স্কুল সরস্বতী পূজা কে সামনে রেখে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করল, জেলার ইতিহাসে হয়ত তার নাম উজ্জ্বল হয়ে রয়ে যাবে।

এসো সকলে মিলে মঞ্চে নিনাদ তৈরি করি

কৃষ্ণচন্দ্র দে : নতুন বছরে বেহালা অনুদর্শীর ৫–এ–৫ উৎসব। ৫ জানুয়ারি ২০২০, তপন থিয়েটারে সুমনা–র সমবেত প্রয়াস।

একটি প্রতিবেদন। সুমনা চক্রবর্তীর শুভ উদ্যোগকে।

শুভ উদ্বোধন করলেন– কমল সাহা এবং সৌমিত্র বসু। উদ্বোধনী ভাষণে সৌমিত্র বসু বললেন, ফুল সামান্য নয়। সবাই ফুলের যোগ্যও নয়। সুমনার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এখনকার ছোট ছোট দল অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। সমবেত প্রয়াসকে ধন্যবাদ। সভার ভাল হোক।

কমল সাহা একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন– বড় পার্শিয়ালটি করা হচ্ছে। আমি অনেক সিনিয়র সেটা ভাবা উচিত ছিল। আমরা এমন একটা অসময় পরিস্থিতিতে চলেছি। প্রতিবাদ চলছে চলবেও। থিয়েটারের ভাষায় সেরা চারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

প্রত্যেক দল মিলিতভাবে এই উৎসবকে সফল করেছে, উদ্যোগটা নিয়েছে বেহালা অনুদর্শী।

১ম নাটক কোটনিস মাস থিয়েটার প্রযোজিত, বেদান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'বহমান সেই রাত'। সমরেশ বসুর আদাব অবলম্বনে তৈরি ১৯৪৬–এর ব্রিটিশ সরকারের লাগানো দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত নাটক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে এই প্রচেষ্টা। অভিনয় করলেন সুভদ্র পালিত, প্রিয়াঙ্কা রায়, অসিত মালাকার এবং বেদান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

২য় নাটক জোকা নাট্য সংস্থার উন্মেষের 'নৈশভোজ'। নির্দেশনায় সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। লাশ নিয়ে রাজনীতির কি ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারে তাই নিয়ে একটা কৌতুক নকশা। দুষ্ট চামারের লাশ নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে জিতবার স্বপ্ন দেখে কেউ আবার তার হাতের ছাপ নিয়ে তার বাস্তুভিটা দখল করতে চায় এই সব নানা ফন্দি ফিকিরের মধ্যে দুষ্ট চামারই সকলের প্ল্যান ভেস্তে দেয়। দলের নিবন্ধন দরকার, না হলে বৃথা পন্ডশ্রম হবে, স্বীকৃতিও অধরা থেকে যাবে।

৩য় নাটক অলোকপর্ণা গুহ রচিত ও নির্দেশিত পুষ্পক–এর নাটক 'মা'। 'কল্যে বুদ্ধতি মা জননী পশ্চায় মামতি বোধয়তে।' মায়ের কাছে পরিবারের দাবি, কন্যা শিশুর যৌন নির্যাতন, কুমারী মাতা, কুন্তীর কর্ণ ত্যাগ কতগুলি দৃশ্য কোলাজ একটি প্রেক্ষাপটে হাজির। নৃত্যছন্দ কোরিওগ্রাফি আলোকপর্ণার কথক নৃত্যশৈলী সব মিলিয়ে মিশিয়ে বিনা সুতার মালা গাঁথা। এসেছে

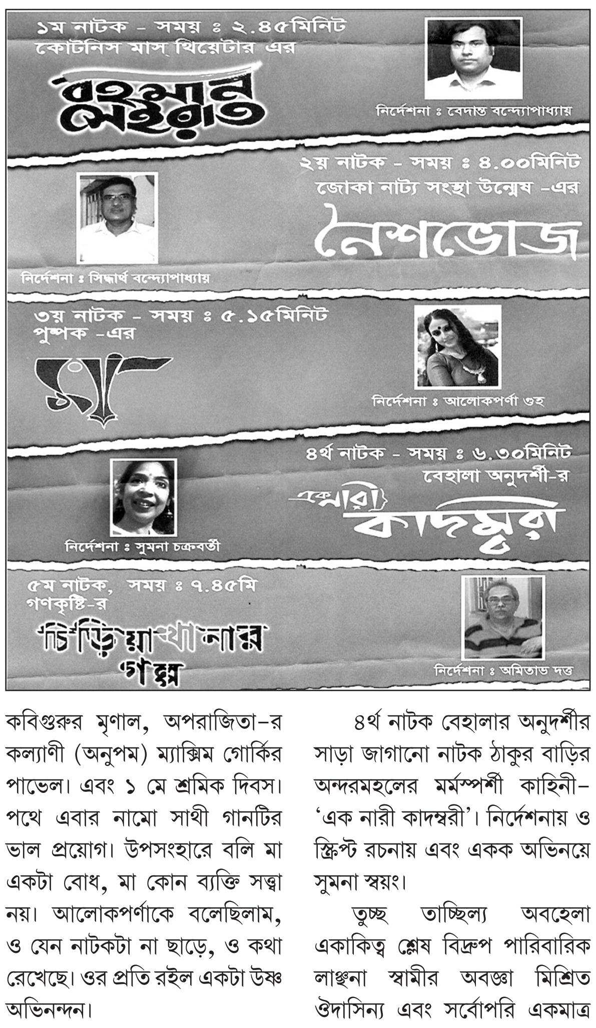

কবিগুরুর মৃণাল, অপরাজিতা–র কল্যাণী (অনুপম) ম্যাক্সিম গোর্কির পাভেল। এবং ১ মে শ্রমিক দিবস। পথে এবার নামো সাথী গানটির ভাল প্রয়োগ। উপসংহারে বলি মা একটা বোধ, মা কোন ব্যক্তি সত্ত্বা নয়। আলোকপর্ণাকে বলেছিলাম, ও যেন নাটকটা না ছাড়ে, ও কথা রেখেছে। ওর প্রতি রইল একটা উষ্ণ অভিনন্দন।

৪র্থ নাটক বেহালার অনুদর্শীর সাড়া জাগানো নাটক ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলের মর্মস্পর্শী কাহিনী– 'এক নারী কাদম্বরী'। নির্দেশনায় ও স্ক্রিপ্ট রচনায় এবং একক অভিনয়ে সুমনা স্বয়ং।

তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অবহেলা একাকিত্ব শ্লেষ বিদ্রুপ পারিবারিক লাঞ্ছনা স্বামীর অবজ্ঞা মিশ্রিত ঔদাসিন্য এবং সর্বোপরি একমাত্র বন্ধু রবির অদূরদর্শিতা দেয়ালে পিঠ ঠেকে দিয়েছিল কবিগুরুর নতুন বৌঠানের। রবির উপেক্ষাই কাদম্বরী দেবীকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছিল। তাই জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে তাকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। সবাই তো আর মৃণাল হতে পারে না।

অনবদ্য স্ক্রিপ্ট, অনবদ্য অভিনয়। গানগুলির প্রয়োগও যথার্থ। সুমনা নির্দেশনায় এবং অভিনয়ে ওর জাত চিনিয়ে দিয়েছে।

৫ম নাটক গণকৃষ্টির 'চিড়িয়াখানার গল্প'। নির্দেশনায় অমিতাভ দত্ত। দুই আলাদা ভিন্ন চরিত্রের দুটি মানুষ একেবারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বড় হওয়া মানুষের মোহরকুঞ্জে বসে আলাপ চারিতায় উঠে এলো গলা। মূল কাহিনী এডোয়ার্ড অলবি, বাংলা রূপান্তর অমিতাভ দত্ত।

বনে আর কোনও মানুষ থাকে না কইলকাতায় থাকে। নাটকটা আমাকে ঘাড় ঘোরাতে দেয়নি। দুজন মাত্র অভিনেতা স্বর্ণেন্দু সেন এবং সপ্তর্ষী ভৌমিক। অমিতাভ দত্ত বেশ কয়েকটি ভাল কাজ করে দেখালেন।

উপসংহারে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। সুমনার এই সকলকে নিয়ে এক সাথে চলার প্রয়াস খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমাদের নাট্যকর্মীদের উপর চাপ ক্রমবর্ধমান হয়ে চলেছে। থিয়েটারের খরচ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চললে বোঝাটা অনেক হালকা হয়ে যায়। অন্তরঙ্গ থিয়েটার জনপ্রিয় হচ্ছে। নাটকে লড়াইটা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। নাটক ছাড়া বাঙালি বাঁচতে পারবে না। বাঙালির জীবন থেকে যদি কখনও সঙ্গীত–নাটক হারিয়ে যায় বাঙালির জীবন শুষ্ক হয়ে যাবে। নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে আছি বলেই মনে হয় বেঁচে আছি। নাটক যেমন তোমাকে রক্তাক্ত করবে তেমনি তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিতও করবে। এই জীবন্ত শিল্পকলাকে ধরে রাখতেই হবে, আমাদের ভাবি প্রজন্মের জন্য।

নাটকে সমাজ বদল সম্ভব কিনা জানিনা এখনই তা বলতে পারবো না। এটা লং টার্ম প্রসেস, তবে এটা ভাবতে ভাল লাগে বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও হয়। কিন্তু আমাদের হাতে আলাদিনের সেই আশ্চর্য্য প্রদীপটা তো নেই, ঘষা মারলেই একজন এসে বলবে– হুকুম মালিক; আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তা তো হবার নয়, মানুষকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ আর এ পথ একলা চলার নয়। আসুন না সকলে মিলে স্বজন আর সুজনে মিলে মঞ্চে নিনাদ তৈরি করি।

বইমেলায় বইপ্রকাশ

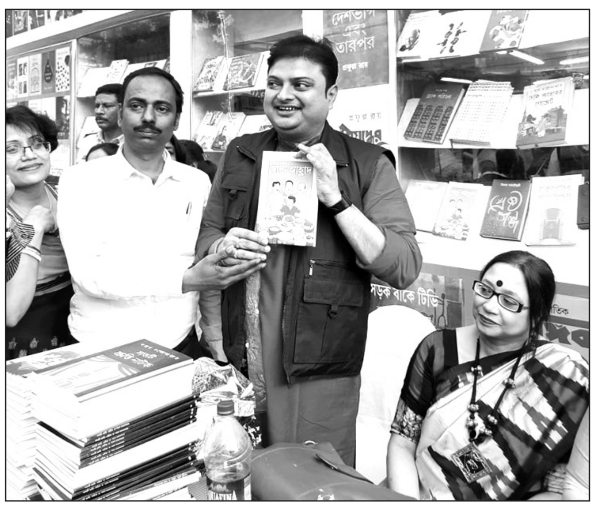

সম্প্রতি কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় বাঙালির রসনাতৃপ্তি ঘটানো রকমারি খাদ্য–খানার ওপর বই প্রকাশ হল সাংবাদিক তথা সুখী গৃহকোণ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য স্বস্তিনাথ শাস্ত্রীর। স্বাদ–আহ্লাদ নামক এই বইটির ভূমিকা লিখেছেন ব্রাত্য বসু। ছবি তুলেছেন তাপস কাঁড়ার। বইটির আবরণ উন্মোচনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, তনিমা সেন, সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়, সুখী গৃহকোণের সম্পাদক সোমা লাহিড়ী ও অভিনেতা–চিকিৎসক অমিতাভ ভট্টাচার্য।

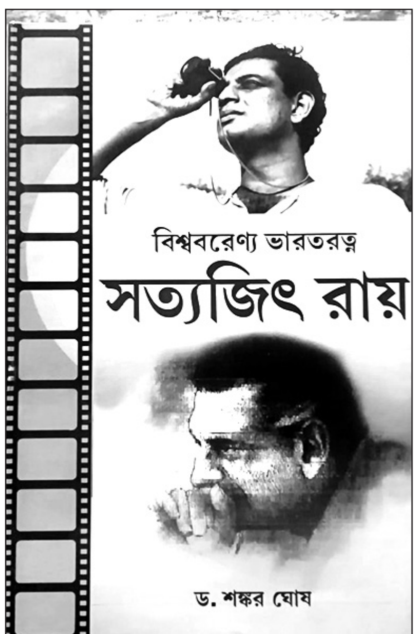

বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ রচিত 'বিশ্ববরেণ্য ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায়' গ্রন্থটি চলতি বইমেলায় প্রকাশিত হল। প্রকাশক শশধর প্রকাশনী (১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলি–৯)। মূল্য একশত টাকা। এই গ্রন্থে লেখক সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে 'আগন্তুক' পর্যন্ত সব ক'টি ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। হিন্দি 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'র আলোচনাও রয়েছে। যে টেলি ফিল্ম গুলি তিনি তৈরি করেছিলেন, তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন তার আলোচনাও আছে। বিশ্ববরেণ্য পরিচালকের জীবনপঞ্জীর হদিশ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। যাঁরা বাংলা ছবি নিয়ে উৎসাহী, যাঁরা সত্যজিৎ রায় অনুরাগী তাঁদের কাছে এই গ্রন্থের সমাদর হবেই। পাশাপাশি তিনি যত লেখালেখি করেছেন সেই গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখও আছে এই গ্রন্থে। কিভাবে সত্যজিৎ রায় ধাপে ধাপে পরিচালক হিসাবে উন্নতির শিখরে পৌঁছলেন, সেই ইতিহাস এই গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কৌশিক মজুমদার কৃত প্রচ্ছদটি অবশ্যই নজর কাড়ে। এই গ্রন্থটির সার্বিক সাফল্য কামনা করা যেতেই পারে। আসছে মে মাসে তাঁর শতবর্ষের জয়যাত্রা শুরু হবে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থের প্রকাশ বেশ তাৎপর্যপূর্ণই বটে।

ভারতীয় দলিত সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন পরেশ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৯ এর ভারতীয় দলিত সাহিত্য আকাদেমির জাতীয় ফেলোশিপ পুরস্কার ও বাবু জগজীবন রাম কলা ও সাংস্কৃতি আকাদেমির জাত সম্মাননা পেলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলার অধিবাসী কবি ও সাহিত্যিক পরেশ সরকার। ভারতীয় দলিত সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে ৮ ও ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হল পঞ্চশীল আশ্রম, ঝড়োদা গ্রাম, বুরা বাইপাস নিউ দিল্লিতে।

দলিত সাহিত্য আকাদেমির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি সুশান্ত সাঁতরা ও সম্পাদক মৃণালকান্তি নস্কর নির্বাচিত করেন কবি সাহিত্যিক পরেশ সরকারকে ডাঃ আম্বেদকর ফেলোশিপ রাষ্ট্রীয় সম্মানের জন্য। পরেশ সরকার তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর সাহিত্য জীবনে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা করেছেন বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে, তিনি নিজে 'দক্ষিণ ২৪ পরগনা' নামক একটি পাক্ষিকের সম্পাদক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী ও ছড়া মিলিয়ে ৫৫টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁরা সাহিত্য সাধনার জীবনকৃতি সম্মান হিসাবে তিনি এই পুরস্কারের ভূষিত হন। অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কবি সাহিত্যিক ছাড়াও নেপালের দলিত কবি সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রাক্তন ও বর্তমান এম পি, এমএলএ এবং গুণীজনদের উপস্থিতিতে বর্ণময় হয়ে ওঠে সাহিত্য বাসর। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ভারতের প্রাক্তন স্পিকার ও বাবু জগজীবন রামের কন্যা মীরা কুমার।

শক্তি সংঘের বাৎসরিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি ৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিক্ষা শিবির কলাতলা হাটে খান্দালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। ছাত্র যুবদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা বোধের উন্মেষ, শারীরিক কুশলতা বৃদ্ধি এবং মানসিক ও চারিত্রিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর এই সংস্থা আবাসিক শিবিরের আয়োজন করে থাকে। এ বছর ৫৫তম শিশিবের ছাত্রছাত্রী টেনার শিক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলী মিলে প্রায় ৫০০ জন শিবিরে নিয়মিত উপস্থিত থেকেছে। শিবির পরিচালন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন ডলি কয়াল ও দেবত্তম পাত্র, কার্যকরী সভাপতি ছিলেন শুভেন্দু কবি, চেয়ারম্যান (শিবির অভ্যর্থনা সমিতি) ছিলেন ভোলানাথ প্রামাণিক, কনভেনার (অর্ভ্যর্থনা সমিতি) দেবনাথ অধিকারী। ২২জানুয়ারি শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল (কর্মাধ্যক্ষ ক্রীড়া ও তথ্য সাংস্কৃতি দফতর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ) এবং জনাব নাজির উদ্দিন (বিডিও ডায়মন্ড হারবার ২নম্বর ব্লক)। ২৬ জানুয়ারি উপস্থিতি ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ, সুকান্ত সাহা (মহাকুমা শাসক ডায়মন্ড হারবার) শচীরাণী নস্কর (কর্মাধ্যক্ষ শিশু ও নারী কল্যাণ দফতর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। এছাড়াও প্রতি দিন বহু সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বর্ণময় হয়ে ওঠে শিবির। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অনিল নস্কর, সংগঠক সম্পাদক মানস নস্কর শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে থেকেছেন। সভাপতি মদন মোহন লাহা প্রতিদিন উপস্থিত থেকেছেন। ২৩ জানুয়ারি প্রাক্তন পুলিশ অফিসার ও সমাজকর্মী অরিন্দম আচার্য্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সময় কাটান। শিবিরে খো খো, কবাডি, জিমন্যাস্টটিক, ক্যারাটে, যোগ ব্যায়াম, লোক নৃত্য, ব্রতচারী প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ

অভিজিত হাজরা : প্রকাশিত হল কলকাতা বইমেলায় প্রশান্ত দত্তর পত্রিকা। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অডিটোরিয়ামে প্রকাশিত হল প্রশান্ত দত্তর সম্পাদিত স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ এবং আমার বর্ণমালা। প্রশান্ত দত্ত'র নিবাস হাওড়া জেলার আমতায়। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ আধুনিক বাংলা কবিতার আলাপ। পত্রিকাটি বাংলা কাব্য কবিতা পত্রিকার ইতিহাসের নবতম সংযোজন। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ঘটল ৪৪ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা(৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০) য়। এই সংখ্যায় প্রচ্ছদকাহিনী শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা। পত্রিকাটিতে একদিকে যেমন রয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতা যাদের সোনালী রোদের আলোয় আলোকিত হয়েছে বাংলা কাব্যজগ, অপরদিকে রয়েছে এখনকার কিছু তরুণ তুর্কি ও নবীন কবিদের কবিতা। পত্রিকাটির এক বিশেষ দিক হল বিদেশি ও নোবেল জয়ী কবিদের কবিতা বিভাগ। আমার বর্ণমালা, সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী শ্রদ্ধেয় কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এই সংখ্যায় নতুন সংযোজন রম্যরচনা লিখেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। দুটি পর্বে এই দুটি পত্রিকার পাশাপাশি আরও অনেক কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক বই প্রকাশিত হল। দুটি পর্বের অনুষ্ঠানে যথাক্রমে উপস্থিত ছিলেন রত্নেশ্বর হাজরা, সুরজিত দাস, তপন মন্ডল, বদরুল আলম, অশোক অধিকারী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নলীনী বেরা, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, আবুল বাসার, প্রবাসী ভারতীয় অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী সিদ্ধার্থ দে। উপলব্ধি আর অনুভূতি মানুষকে কোন স্তরে নিয়ে যেতে পারে তাই এই বই দুইটি না পড়লে বোঝা যাবেনা।এই বই মানুষের কাছে লাগবে বলে আমার ধারণা। বই দুটি কোন উপদেশমূলক ব ই নয়।এই বই আমার, আপনার সবারই মনের কথা এবং সেই সঙ্গে সম্মুখীন সমস্যা কথাই বলে।আর সমাধানের জন্যে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ, আমার বর্ণমালা পড়তেই হবে।

রিয়েলিটি শো'র উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ তথা নিম্ন অসমের প্রতিভাবান শিল্পীদের প্রতিভা বিকশিত করার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে রবিবার কোচবিহার বেনফিশ ভবনে আত্মপ্রকাশ করলো নর্থ–ইস্ট আইডল। কোচবিহার ভাই–ভাই আর্টের উদ্যোগে এবং ডিজিটাল বাংলার সহযোগিতায় শুরু হলো গানের এই রিয়েলিটি শো–র প্রথম অডিশন। নিম্ন অসমের ধুবড়ি এবং কোকরাঝাড় জেলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় অডিশনের মধ্য দিয়ে তুলে আনা হবে এই প্রতিভাবান শিল্পীদের। ৮ মাসব্যাপী চলা এই অনুষ্ঠানের রবিবার শুভ উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি ভূষণ সিং, ভাই ভাই আর্টের কর্ণধার গোবিন্দ সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রায় তিনশতাধিক প্রতিভাবান শিল্পী আজকের প্রথম অডিশনে অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ সহ অসমের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা প্রথম দিনের অডিশনে বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। স্বভাবতই এই রিয়ালিটি শো ঘীরে নতুন প্রজন্মের কাছে উত্তেজনা ছিল চরমে।

গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান প্রতিবছরের মতো এ বছরেও সম্পন্ন হল যথাযথ মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০, নেতাজি জয়ন্তী, সাধারণতন্ত্র দিবস পালন ও জেলার গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত দিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়। দুপুর ২টো অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রীমৎ স্বামী ত্যাগ ব্রতানন্দজী মহারাজ (অধ্যক্ষ ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ডায়মন্ড হারবার) উপস্থিত ছিলেন পরিষদের আচার্য গায়ত্রী যতি, প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ শশধর পুরকাইত। সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ রূপে ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসন সুশান্ত সাহা, বিধায়ক দীপক হালদার, মীরা হালদার (প্রাক্তন পুরপ্রধান)। প্রত্যেকেই সাধারণতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব মহিমা ও অমাদের কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। নেতাজির জীবনের অনুল্লেখিত দুটি ঘটনা গল্পাকারে উপস্থাপিত করেন আলিপুর বার্তার বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী মহাশয়। বিধায়ক ও মহকুমা শাসক পরিষদকে আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করেন।

এবছর সম্বর্ধিত হলেন (১) গয়েশ্বর মণ্ডল, (রায়দীঘি) জাতীয়তাবাদী কর্মী। (২) জহর লাল মণ্ডল (রামনগর), আদর্শ শিক্ষক। (৩) ডাঃ শঙ্কর কুমার প্রমাণিক (কুলপী) গবেষক ও সাহিত্যিক। (৪) অমর নস্কর (মহেশতলা) সাংবাদিক। (৫) মানিকচন্দ্র পাহাড়ী (সাগর) সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী। (৬) কুমারী সঙ্গীতা মণ্ডল (রায়দীঘি) ক্রীড়াবিদ। (৭) মুক্তিরাম মাইতি (সোনারপুর) চিত্রশিল্পী। (৮) নিতাই চাঁদ চক্রবর্তী (ডায়মন্ড হারবার) চিকিৎসক। (৯) প্রদ্যোৎ মণ্ডল (বিষ্ণুপুর) শিক্ষাব্রতী। (১০) সুন্দরিকা বর্তিকা আদর্শ গ্রামীণ সংস্থা। পরিষদের সভাপতি মাধাই বৈদ্য ও সম্পাদক অমল কান্তি মণ্ডল জানালেন এ বছর ৫০ বছরের পদার্পণ করল পরিষদ। পূর্তির বর্ষটা আড়ম্বর সহকারে করার পরিকল্পনা রইল।

বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভিনব মানবিক উদ্যোগ নিল গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস সমিতি। 'এতো হাত ধরি' প্রকল্পে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি বেশ কিছুদিন আগে অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও একটি দাতব্য চক্ষু পরীক্ষা কেন্দ্র খুলেছেন। এখানে চোখ দেখাতে গিয়ে ধরা পড়ে তিনজন বৃদ্ধ ও একজন বৃদ্ধার অবিলম্বে চোখের ছানি কাটানো প্রয়োজন। কাল বিলম্ব না করে সমিতি হৃদয়পুরে নেত্রালয়ে যোগাযোগ করে এবং গত ৩০ জানুয়ারি ২০২০ বৃহস্পতিবার এঁদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে ছানি অপারেশন করা হয়। রাতে সমিতির স্বেচ্ছা সেবক পুনরায় গাড়ি করে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার থেকে সমিতির দাতব্য চক্ষু পরীক্ষা কেন্দ্রে এঁদের প্রয়োজনীয় পরবর্তী চিকিৎসা চলছে। সম্পূর্ণ চিকিৎসার জন্য সমিতির স্বেচ্ছাসেবক প্রতিদিন বাড়ি গিয়ে এঁদের দেখাশুনা করছেন।

উল্লেখযোগ্য হৃদয়পুর নেত্রালয় এই অপারেশন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করে দিয়েছেন, বাকি সব খরচ সমিতি তার নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করেছে।

আপনারাও আসুন, এই মহতি কর্মকাণ্ডে সামিল হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আর্থিক ভাবে ঔষধপত্র দিয়ে অথবা একদিন অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

কিউয়ি হোয়াইট ওয়াশ সম্পন্ন, এবার লক্ষ্য বাকি সিরিজ

অরিঞ্জয় মিত্র

কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম ৩ টি ম্যাচ জিতে সিরিজ জেতার পর ভারত অধিনায়ক কোহলি বলেছিলেন এবারের লক্ষ্য হোয়াইট ওয়াশ। সেটাই হাতেকলমে করে দেখাল বিরাটবাহিনী। তাও শিখর ধাওয়ান চোট নিয়ে বাইরে যাওয়ার পর। এমনকি শেষ ম্যাচে অধিনায়ক কোহলি বিশ্রাম নিলে স্টপ গ্যাপ ওপেনার রোহিত শর্মা পর্যন্ত চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে ও টেস্ট সিরিজ থেকে। তারপরেও এই মেগা জয় নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে থেকে যাবে। নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী বিদেশি দলের বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে টি-২০ তে ৫-০ সিরিজ জয় ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসকে অন্যমাত্রাও এনে দিল।

বিরাট কোহলির নেতৃত্বে একের পর এক সিরিজ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়েছেন ভারত অধিনায়ক । দেশের সর্বকালীন সেরা রেকর্ডের তকমা পাওয়ার লক্ষ্যেও দ্রুত এগোচ্ছেন তিনি তিনি। মাঝেমহা ছন্দপতন ঘটিয়েছে অজিদের কাছে জঘন্য হার । তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বিশ্বকাপের মতো বড় মাপের টুর্নামেন্ট জিতে দেখাতে হবে কোহলিকে। তবেই বিরাটরাজের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে মানবেন তাঁরা। এমনিতে গত বিশ্বকাপে ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে হয়েছে টিম কোহলিকে। সেমিফাইনাল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল আপাত ফেভারিটদের। সেই জ্বালা মিটিয়ে নেওয়ার ভরপুর সুযোগ সামনে টি-২০ বিশ্বকাপে। তার আগে টি-২০ ও একদিনের সিরিজ উভয়তেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো শক্তিধর দেশকে ২-১ হারিয়ে সিরিজ জিতে নিঃসন্দেহে অনেকটাই মনোবল বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে মেন ইন ব্লুজ।

রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুলরা যে মেজাজে ব্যাটিং করেছেন আগাগোড়া তাতে ক্যারিবিয়ান বোলারদের হতোদ্যম হয়ে ফিরতে হয়েছে। তবে দ্বিতীয় টি-২০ জিতে তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজটাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে ভারত যে সুবিশাল টার্গেট দিল প্রায় ২৫০-র কাছে রান তুলে তাতে সারা বিশ্ব দেখল বিশ্বকাপের আগে টিম ইন্ডিয়া তাদের মঞ্চ ভরপুর করে তুলছে সবরকমভাবে। এখন দেখার আরও কত নতুন রেকর্ড নিজের পালকে জুড়তে সক্ষম হন ভারত অধিনায়ক বিরাট। শুধু দলের সিরিজ জেতাই নয়, বিরাট নিজেও যে দুরন্ত ফর্মে ব্যাট করে চলেছেন তা চাপে রাখবে বিশ্বের যে কোনও দেশকে।

প্রোটিয়া ও বাংলাদেশ বধের অব্যবহিত পরে ক্যারিবিয়ান অপারেশন সাঙ্গ করে ভারত বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোনও চাপ সামলানোর জন্য প্রস্তুত তারা। এখন দেখার ভারতীয় দলের এই মনোবল আগেই না খেই হারিয়ে ফেলে। কারণ, চরম শিখরে পৌঁছানোর আগে বেচাল হয়ে পড়লে ভারতীয় দল নিশ্চিতভাবে মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। সেটা যাতে না হয়, আর বিশ্বকাপের আগে দলের রিজার্ভ বেঞ্চ যাতে সজীব থাকে সেসব কিছুই দেখে নিতে হবে কোহলি ব্রিগেডকে। এরপর এসেছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জয়। তারপর নিউজিল্যান্ডের মাটি থেকে টি-২০ তে ৫-০ এগনো তো যাকে বলে হাতে চাঁদ পাওয়া।

টি-২০ সিরিজে একাধিপত্য নিয়ে জয়ের রেশ কিন্তু থমকে গিয়েছিল ৫০ ওভারের একদিনের প্রথম ম্যাচেই। বস্তুত ক্যারিবিয়ানরা যেভাবে হাল্কা মেজাজে জয় তুলে নিল তা নিশ্চিতভাবে ভ্রুকুটি বাড়িয়ে তুলল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। টি-২০ সিরিজেও একটা ম্যাচ জিতেছিল ক্যালিপ্সোরা। একদিনের সিরিজেও বউনি হল তাদের জয় দিয়েই। নিঃসন্দেহে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মনোবল বেড়ে গেল কয়েকগুণ। অন্যদিকে ভারতও বুঝল পদে পদে লুকিয়ে রয়েছে বিপদ। একটু আত্মতুষ্ট হলেই তা ধেয়ে আসবে নিজেদের দিকে। আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের আগে তা যথেষ্ট চিন্তারও বটে। অন্যদিকে ক্যারিবিয়ানরা কিন্তু টি-২০ সিরিজ হেরেও নিজেদের খেলার উন্নতিতে খুশি ছিল। তারা এও বলেছিলেন, একদিনের সিরিজে অন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখা যাবে। ঠিক সেটাই যেন ঘটল এবার। তবে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ যে একাধিপত্য নিয়ে ভারত জিতে নিল তা ফের প্রত্যয় বাড়িয়েছে ধোনির টিমের প্রতি। প্রথম একদিনের ম্যাচ ক্যারিবিয়ানদের জেতাতে দু-দুটি শতরান বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এদিন রোহিত শর্মা ও কে এল রাহুল সেঞ্চুরি করে তার যোগ্য জবাব তুলে ধরল। শুধু তাই নয়, ভারতকে সমতা ফেরাতেও সাহায্য করল এই জোড়া শতরান। তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে টি-২০ বা একদিনের সিরিজে প্রত্যাঘাত করছে তা ভারতীয় শিবিরকে ভাবাবার পক্ষে যথেষ্ট। এটা ঠিক ভারতের পক্ষে বলার যেটা তা হল রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুল বা শ্রেয়স আয়ারদের দুরন্ত ব্যাটিং। যা প্রায় প্রতি ম্যাচেই টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সোপান গড়ছে। অন্যদিকে সামি, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজাদের বোলিংও বিপক্ষকে ব্যাটিংকে ভোঁতা করে দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যেমন ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তেমনই খারাপ পরিস্থিতিতে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেটাও নতুন করে শিখে নিতে হবে তাদের। না হলে কিন্তু পচা শামুকে পা কাটার মতোর সমস্যা হতেই পারে। সেই জায়গা থেকেই বেরিয়ে আসতে ফাঁকফোকর মেরামতি যেমন সর্বাগ্রে প্রয়োজন তেমনই আবার মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিজেদের তৈরি রাখতেও হবে। অতীত অভিজ্ঞতাই বলছে এমন বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মাটিতে থুবড়ে ফেলেছে কোনও জয়ী দলকে।

শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল তাঁদের বোলিংও মাতিয়ে তুলছে বিশ্বজুড়ে। যশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি আহমেদ, উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মারা দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে ২২ গজের অলিন্দে। তার সঙ্গে বিশ্বমানের স্পিন আক্রমণের ঘরানা ধরে রাখা সবেতেই লেটার মার্কস পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এত কিছু সাফল্য সত্ত্বেও চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার রোগ থেকেই যাচ্ছে। যার ফলে বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ আসরে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকেই পাট গোটাতে হচ্ছে।

যা নিশ্চিতভাবে চাপে রেখেছে গোটা ভারতীয় শিবিরকে। বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি পরিস্কার বলেছেন, বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি জিততে না পারা পর্যন্ত কিছুতেই বলা যাচ্ছে না আমরাই সেরা। ভাবটা এমন যেন সারা বছর সব পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্র ফাইনালে এসে গেড়িয়ে যাচ্ছে। সেটাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ক্যাঙ্গারু বাহিনীর কাছে এই লজ্জাজনক হার। যদিও সেই রাহুর গ্রাস থেকে টিম ইন্ডিয়াকে অনেকটাই মুক্তি দিল নিউজিল্যান্ডের মতো বিশ্বকাপ ফাইনালিস্ট দলকে হোয়াইট ওয়াশ করতে পারায়।

দুই বাংলার প্রীতি ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: দুই বাংলার প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো রবিবার কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশের ঢাকা সোনালী অতীত ক্লাব ও কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রবীণ দলের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, জেলা পুলিশ সুপার ড:সান্তোস নিম্বালকার, পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিং, কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিষ্ণুব্রেত বর্মন সহ জেলার প্রাক্তন খেলোয়াড়রা। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিষ্ণুব্রত বর্মণ বলেন, বহুদিন পর এই ধরনের একটি খেলার আয়োজন করা হয়েছে কোচবিহারে। দুই বাংলার এই খেলা এই দুই দেশের মধ্যে সম্প্রতি বজায় রাখার একটি বার্তা তুলে ধরা হলো।

শ্যাম স্টিল আয়োজিত সাইকেল রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা: দেশের মধ্যে প্রথম শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষ থেকে রবিবার দিনহাটায় ১৪ কিমি সাইকেল রেস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এদিন সকালে দিনহাটার পুঁটিমারি হাই স্কুলের মাঠ থেকে ফকিরতকেয়া মোড় হয়ে পুনারায় আবার পুঁটিমারি হাই স্কুলের মাঠে শেষ হয়। এদিন পতাকা দেখিয়ে ওই সাইকেল রেস প্রতিযোগিতার সূচনা করেন দিনহাটার মহকুমা শাসক শেখ আনসার আহামেদ। উপস্থিত ছিল দিনহাটা থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত, শ্যাম স্টিলের ব্রান্ডিং ও ইভেন্ট হেড বিনোদ জৈন সহ অন্যান্যরা।

আয়োযক সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলা ও পুরুষ বিভাগে এদিনের ওই প্রতিযোগিতায় তিন শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেয়। সাইকেল রেসের ওই প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে প্রথম হয়েছেন ছাবিয়া বিবি, দ্বিতীয় হয়েছেন রূপসানা পারভিন, তৃতীয় হয়েছেন আমিনা বিবি। পুরুষ বিভাগে ১ম হয়েছেন আবেদ আলি, ২য় হয়েছেন প্রদীপ দাস এবং তৃতীয় হয়েছেন তমাল রহমান। সাইকেল রেসে প্রথম স্থান অধিকারীদের ২৫ হাজার টাকা চেক, মানপত্র ও মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। শ্যাম স্টিলের ব্র্যান্ডিং ও ইভেন্ট হেড বিনোদ জৈন বলেন, শ্যাম স্টিলের ডিরেক্টর গোবিন্দ বেরিওয়াল একটি বার্তা দিয়েছেন শ্যাম স্টিল এক সুস্থ ও দূষণমুক্ত বাংলা গড়ার প্রতি দায়বদ্ধ। সেই সঙ্গে, বাংলার মানুষকে নীরোগ ও সুস্থ থাকার ব্যাপারে এবং জল ও বায়ুর মতো প্রাকৃতিক উৎসগুলির পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে সচেতন করতে চায় শ্যাম স্টিল। শ্যাম স্টিল ফ্লেক্সি-স্ট্রং সাইকেল চ্যাম্প হল 'হেলদি বেঙ্গল, গ্রিন বেঙ্গল'-এর মতো একটি বৃহত্তর অঙ্গীকার রক্ষার প্রতি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। সেজন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে দেশের মধ্যে এই প্রথম দিনহাটায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

বিজয়ীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: কলকাতায় অনুষ্ঠিত নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে পাওয়ার লিফটিং বিভাগে বিজয়ীদের সংবর্ধনা দিল শিলিগুড়ি মহকুমা এবং দার্জিলিং পাওয়ার লিফটিং ফেডারেশন। এদিন শিলিগুড়ি জানার্লিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে শিলিগুড়ি মহকুমা থেকে একজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। চারজন কলকাতাতে পাওয়ার লিফটিং খেলতে গেলেও, একজন গোল্ড মেডেল সহ চ্যাম্পিয়ন হয়। প্রণয় রায়কে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে।

র‍্যাপিড চেস প্রতিযোগিতা

মলয় সুর : সারা বাংলা দীপ হাজরা মেমোরিয়াল র‍্যাপিড চেস প্রতিযোগিতা চন্দননগর খলিসানি বিদ্যামন্দির স্কুলে রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত হলো। প্রতিযোগিতার আয়োজক সংস্থা চন্দননগর চেস লাভারস্ ও সবুজ সংঘ। এতে মোট ২৫০ জন প্রতিযোগী এদিন অংশ নিয়েছিলেন। যার মধ্যে ৬ বছরের সর্বকনিষ্ঠ দাবা খেলোয়াড় ঋতজ্ঞান সরকার। এবার বেশির ভাগই অংশগ্রহণকারী খুদে প্রতিযোগী। এতে বোর্ড ছিল ১১২টি। ৭ রাউন্ডের খেলায় ৩৫ জনকে নগদ অর্থ, ট্রফি মেডেল ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয় অনুষ্টুপ বিশ্বাস ৭ রাউন্ডে সাড়ে ৬ পয়েন্ট, দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার দাবাড়ু মিত্রাভ গুহ সাত রাউন্ডে সাড়ে ৬ পয়েন্ট, তৃতীয় প্রত্যয় চৌধুরী ৭ রাউন্ডে সাড়ে ৬। তাঁদের প্রত্যেককে ট্রফি শংসাপত্র ও ৮ হাজার, ৬ হাজার ও ৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার কোচ ও অন্যতম কর্মকর্তা শুভম সুর জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বর্ষ ধরে চলা দাবা প্রতিযোগিতা এবার নতুন মোড়কে সমাদর পেয়েছে। এক ঝাঁক কিশোর কিশোরীদের চোখে মুখে উজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়েছিল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে। তাতে আমরা খুব উপকৃত।

বারুইপুরে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর: ডিউটির পাশাপাশি খেলাধূলায় অংশ নিতে হয় পুলিশ দের। তাই বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে বারইপুর ফুলতলা মাঠে বার্ষিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শনিবার। সারাদিন ধরে এই খেলাতে অংশ নিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সব থানার পুলিশ আধিকারিকরা। মশাল দৌড়, লংজাম্প, মিউজিকাল চেয়ার,ক্যারাটে সহ বিভিন্ন খেলায় পুলিশ কর্মীরা অংশ নেন। এদিন এই খেলা দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডি আই জি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের প্রবীণ ত্রিপাঠী, বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার রশিদ মুনির খান, বারুইপুর মহকুমা পুলিশ আরক্ষা আধিকারিক অভিষেক মজুমদার সহ আরো অনেকে। পুলিশের এই খেলা দেখতে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন মাঠে।

কুলতলিতে ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি: মেয়েদের নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে। নহলে রাস্তা ঘাটে যে কোনও সময় যে কোনও ধরনের বিপদ ওঁত পেতে আছে। আর তাই মেয়েদের এসব আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে বিভিন্ন স্কুলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সে রকমই মঙ্গলবার দুপুরে কুলতলির জামতলা ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে আত্মরক্ষার নানা কৌশলের উপর একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ হয়ে গেল। এই শিবিরে ছাত্রীদের ক্যারাটের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কুলতলির বিডিও বিপ্রতীম বসাক, কুলতলি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, কুলতলি থানার এস আই শুভময় দাস, কুলতলি ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষ, কাঁটামারী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত ঘোষ, কুলতলি ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি গোপাল মাঝি,ক্যারাটে প্রশিক্ষক শিহান দেবব্রত হালদার সহ আরো অনেকে। বহু ছাত্রী এদিন নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ওই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন । আর স্কুলের উদ্দোগে এই প্রশিক্ষণে এসে খুশি ছাত্রীরা।

বাসন্তীতে শেষ হল স্বপন রায় ও বিনন্দ রায় স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নদী-নালা বেষ্টিত অরণ্য ঘেরা সুন্দরবন। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষের বেশি। আর এই সুন্দরবনের পিছিয়েপড়া ব্লক বাসন্তী। বিগত কয়েক বছর আগেই এই বাসন্তী ব্লকের রাজেশ সরদার আর জিয়ারুল পাইক ডেনমার্ক এ ডানা কাপ খেলে আর্ন্তজাতিক স্তরে সম্মান এনে দিয়েছিল।এরপর থেকেই বাসন্তী ব্লকে ফুটবল টুর্নামেন্টে শুরু হয় খরা। সেই ভাবে আর কোনও খেলোয়াড় উঠে আসেনি।

সেই খরা কাটিয়ে নতুন প্রজন্মের ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি করতে শুরু ফুটবল টুর্নামেন্ট। শনিবার সকালে বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতের ১০ নেতাজি সংঘের উদ্যোগে ১৬ দলের এক নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ বর্ষের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক রবীন্দ্র নাথ মন্ডল ও বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় মাঝি, শুভঙ্কর সরদার, সঞ্জিত মাঝি কাশিনাথ রায়, দেবাঞ্জন রায় সহ অন্যান্যরা। রবিবার টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলায় মুখোমুখি হয় ১০ নম্বর বাবুপাড়া হরি সংঘ ও বটতলি নেতাজি সংঘ (বেলতলি) মধ্যে। নির্ধারিত সময়ে ২-০ গোলে বটতলি নেতাজি সংঘ(বেলতলি) কে হারিয়ে স্বপন রায় স্মৃতি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয় ১০ নম্বর বাবুপাড়া হরি সংঘ। রানার্স হয়ে বিনন্দ রায় স্মৃতি ট্রফি জ়য়লাভ করে বটতলি নেতাজি সংঘ(বেলতলি)।

দুদিনের এই টুর্নামেন্টে ৪ গোল করে টুর্নামেন্টের সেরা নির্বাচিত হন দেবাশীষ মাইতি। ফাইনালে দুই গোল করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন কুশল চ্যাটার্জী।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন টুর্নামেন্টের অন্যতম সদস্য সঞ্জিত মাঝি ও শ্রীনন্দ রায়।

টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটির সদস্যরা বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকার ফুটবল প্রেমী মানুষজনের খেলা দেখে আনন্দ উপভোগ করার ইচ্ছা থাকলে ও অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে তাঁরা কলকাতায় খেলা দেখতে যেতে পারেন না। প্রত্যন্ত এই গ্রামে তাঁরা যাতে কলকাতার মত মাঠে খেলা দেখে আনন্দ পায়। পাশাপাশি গ্রামে যাতে করে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি হয় তার জন্য এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন।

দুদিন ধরে চলা এই টুর্নামেন্টে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজর কাড়া, সাথে সাথে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় তিন হাজার ফুটবলপ্রেমী মানুষ দর্শক এদিন উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, দুদিনের ফুটবল টুর্নামেন্ট টি পরিচালনা করে আইএফএ রেফারি ইন্দ্র নায়েক ও সঞ্জয় ঘোষ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com